বেসিক আলী ৫

শাহরিয়ার

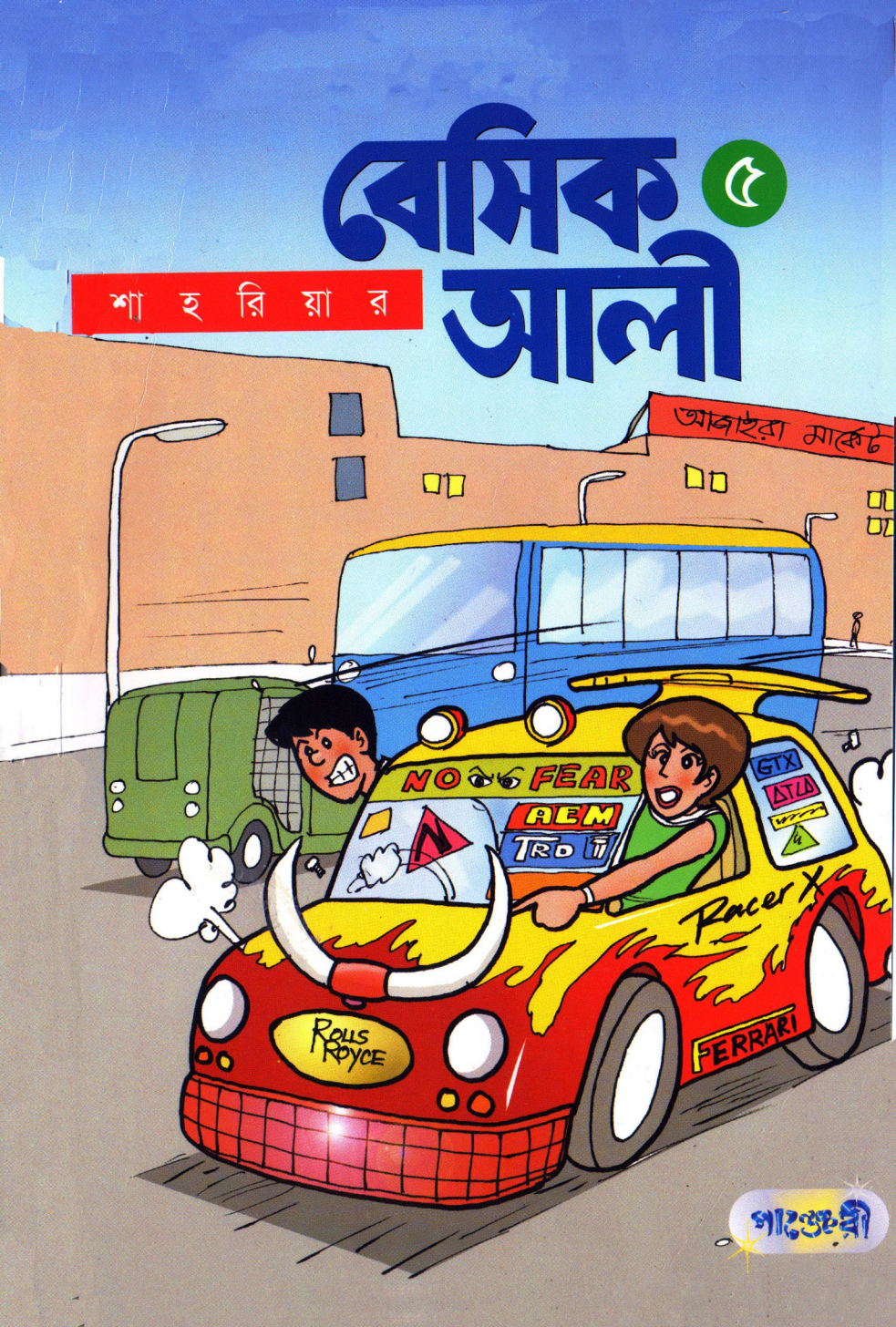

পাঠশালা

ক্যারাটে প্র্যাকটিস করছি বাবা। আজ এই তক্তাটা হাতের এক কোপে দু'টুকরো করব।
তাই? দেখি তুই কেমন পারিস
দাঁড়া! এক সেকেণ্ড... এ্যাঃ! এ্যাঃ এ্যাঃ।
এটা কী দিলে- হাঁচি? না কুংফু?
ম্যাজিক? তুই নাকি মামুনের তিনটা পিস্তল মেরে দিয়েছিস? পিস্তল? তোর বয়স না ১৬ হতে চলল?
আমি কিছুই মারিনি। আমার কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিসের সাথে বিনিময় করেছি মাত্র।
কী দিয়ে বিনিময় করেছিস ১৬ বছরের যুবক?
গীতাঞ্জলি, শরৎচন্দ্র সমগ্র আর একটা পুরানো ডিকশনারী...।
টুই!

জনাব সিকান্দার- বলুন দেখি আমার অফিসের লিয়াঁজো অফিসারের পদটিতে আপনাকে কেন আমি নিয়োগ করব?
প্রথমে দেখুন আমার ভাষাগত যোগ্যতা কী?
ভাষা দক্ষতা
দারুন
ভালো
চলে
খারাপ
অংকের
বাংলা
ইংরেজী
ফ্রেন্চ
... আর এখানে আমার কর্ম অভিজ্ঞতার ছোট একটা তালিকা আছে। পড়ব?
হা হা মলি, দেখো, আসার পথে মাত্র ২০০ টাকা দিয়ে কী কিনে এনেছি।
এটা কী? ল্যাম্প? শো পিস? টুপি? আমি তো কিছুই বুঝিতে পারছি না। এটা কী?
কে জানে ওটা কী! মনে হলো ২০০ টাকায় কিনলে লাভ হবে, তাই কিনলাম!

শেষ বারের মত বলছি তুই মোনালিসাকে পরিত্যাগ কর!
কেন?
সেই কেনর উত্তর দেবে আমার বিশিষ্ট রংবাজ বন্ধু জন। জন?
কী ছে? কী ছে? কী ছে?
?
আররে দোস্ত তুই নি? আমি তো বুঝি নাই!
জন! কত দিন পর দেখা!

রংবাজ জন, তোকে ভাড়া করে এনেছিলাম ম্যাজিককে সাইজ করার জন্য – তোদের বন্ধুত্বের পূর্ণমিলনী করার জন্য না। আমার ৫০০ টাকা ফেরত দে!
আমাকে সাইজ করতে তুই ৫০০ টাকা নিয়েছিলি?
ম্যাজিক-তখন তো বুঝি নাই যে!
আর করবি?
উঃ না! আর করব না!
আমি সাইজ হয়ে গেছি। তোর ৫০০ টাকা জায়েজ। এবার চল ঐ টাকা দিয়ে বার্গার খাওয়াবি!
!!
রংবাজ জন, দাঁড়া! তোকে আমি ৫০০ টাকা দিয়েছি ম্যাজিককে সাইজ করার জন্য কিন্তু তুই কিনা ম্যাজিককে ঐ টাকা দিয়ে এখন বার্গার খাওয়াচ্ছিস! ব্যাটা প্রতারক!
!
অই-কী ছে? কী ছে? কী ছে?
না-না-বলছিলাম কী- অন্ততঃপক্ষে আমাকেও ঐ টাকা থেকে একটা বার্গার খাওয়ানো উচিত নয় কি?

বলছি তো সোহেল। বেতন বাড়ানোর মতো কাজ তুমি করছ না।
তাহলে আমি চাকরি ছেড়ে দেব!
চমৎকার!
আমাকে দ্য আখাউড়া গ্রুপ ৪০,০০০ টাকা বেতনে চাকরীর অফার করেছে। সেখানে যাব!
কী? আখাড়াউড়ারা মাত্র ৪০,০০০ টাকায় তোমার মতো অকম্মাকে নিতে চায়? অসম্ভব!
যাও তোমার বেতন বাড়িয়ে দিলাম। আখাউড়ারা যদি তোমাকে নিতে চায় তাহলে ওদের এত বেতন দিতে হবে তাতে ওরা লস খাবে। হি হি.
!!
স্যার বেতন বাড়ানোর জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি তখনি আমার বেতন বাড়ালেন যখন শুনলেন আখাউড়া গ্রুপ আমায় বেশি বেতনে নিয়ে যেতে চায়। আপনি নিজ থেকে বেতন বাড়াতে চান নি।
আসলে ঐ আখাউড়া গ্রুপের অফারটা মিথ্যা। দেখলাম কেমন বস আপনি! একদম Expose করে দিয়েছি!
হাঃ হাঃ
তোমার বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্তটাও আসলে মিথ্যা। দেখলাম কেমন কর্মচারী তুমি! একদম করে Expose দিয়েছি!

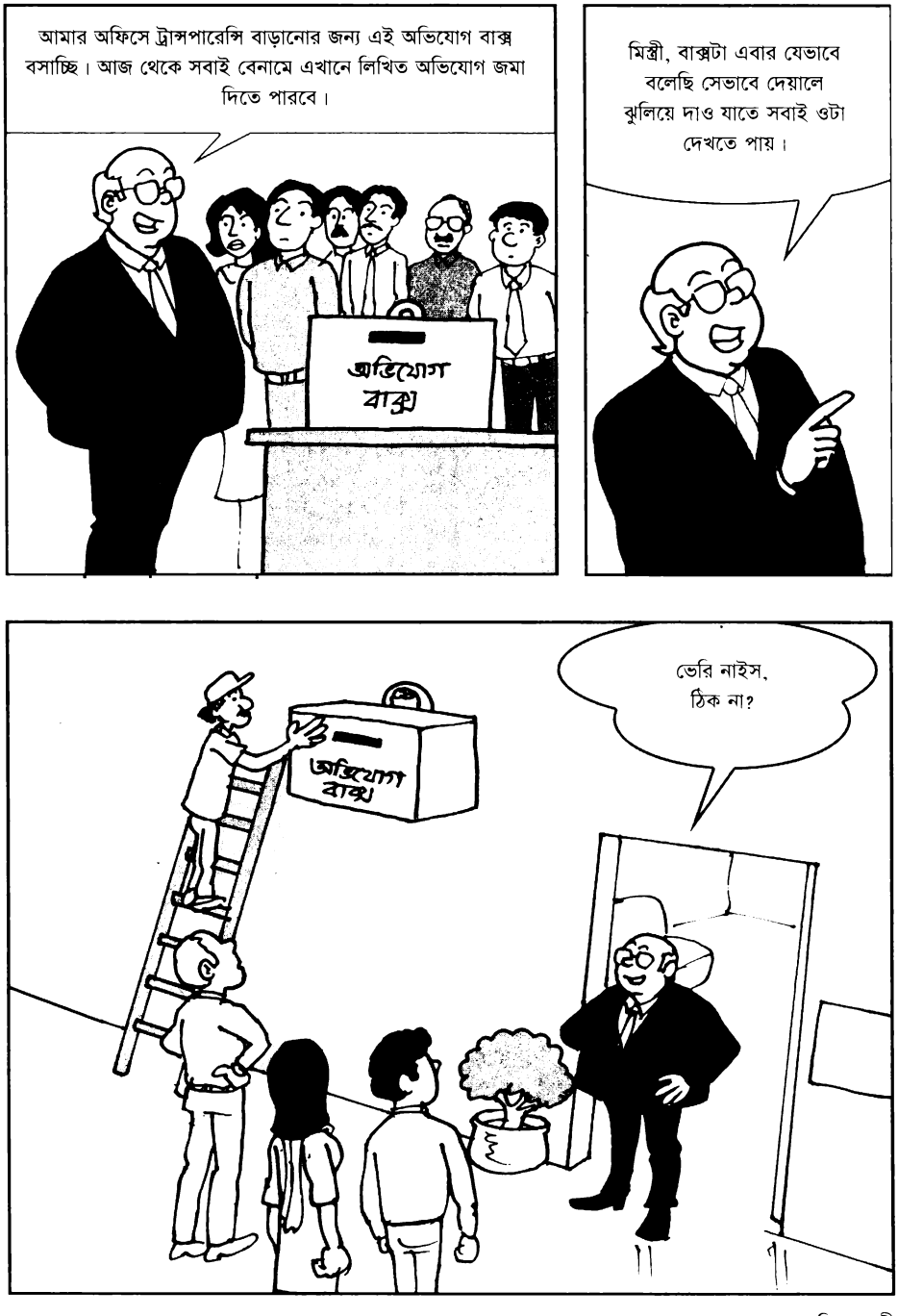
আমার অফিসে ট্রান্সপারেন্সি বাড়ানোর জন্য এই অভিযোগ বাক্স বসাচ্ছি। আজ থেকে সবাই বেনামে এখানে লিখিত অভিযোগ জমা দিতে পারবে।
অভিযোগ বাক্স
মিস্ত্রী, বাক্সটা এবার যেভাবে বলেছি সেভাবে দেয়ালে ঝুলিয়ে দাও যাতে সবাই ওটা দেখতে পায়।
অভিযোগ বাক্স
ভেরি নাইস, ঠিক না?

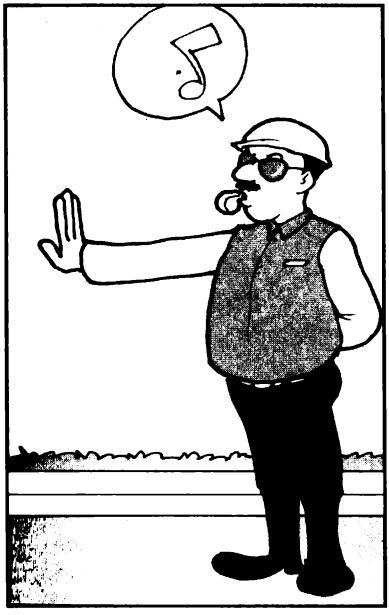

সিটবেল্ট পরেছেন না?
খুব ভালো। আপনি যান!

সিটবেল্ট?
ওটা তো তোমার গেঞ্জির ডিজাইন!

আজ একটা LAPTOP কম্পিউটার কিনলাম।
তাই? দেখি তো!
তোমার ল্যাপটপটা বেশ বড় আর ভারী। এতে কোন BRAND NAME ও দেখছি না।
বাবা! এটা ল্যাপটপ না– এটা তোমার ব্রিফকেস!
বেসিক? এই বেসিক্কা! F1! F1! F1!
কম্পিউটারের ভাষায় F1 মানে হচ্ছে হেল্প!
দ্যাখ বাবা, আমার নয়া LAPTOP এ পাওয়ার আসছে না। মনিটর অন্ধকার। কোন পাওয়ার বাটন পাচ্ছি না!
তুমি কী একটা ল্যাপটপ আর ব্রিফকেসের ভেতর কোন পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছ না?

এই যে ব্রিফকেসের চাবি। ব্রিফকেসে মাসের বাজারের টাকা রেখেছি ওটা খুলে নিয়ে যাও!
তালিব? ব্রিফকেসে তো কোন টাকা দেখছি না!
অসম্ভব। আমি নিজে ৩০,০০০ টাকা ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম।
দেখি ম্যাডেস্ট! ব্রিফকেস নয়। তুমি এটা খুলে দেখ। বাবা নিশ্চয় এখানে টাকা রেখেছে!
?
ইদানিং তুমি ল্যাপটপের ভেতর টাকা-পয়সা রাখতে শুরু করেছ না কি?
!!
বাবা! এটা ব্রিফকেস, ওটা ল্যাপটপ। দুটোতেই ফাইল থাকে। একটাতে DELETE টিপে ফাইল মুছতে হয়, অন্যটায় ফাইল নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলতে হয়। দুটোয় পার্থক্য খুবই সামান্য।
কিন্তু ল্যাপটপে ফ্রি সেল সহ বিভিন্ন রকম তাস খেলা যায়!
তোমার ব্রিফকেসে এক সেট উন্নত মানের তাস দিয়ে দিয়েছি। ল্যাপটপটা আমি নিলাম। ওটা আমার কাজে লাগবে।

তোমাকে গতরাতে স্বপ্নে দেখেছি!
সত্যি? কী দেখলে?
দেখলাম তুমি আমাকে এক চৌরাস্তার মোড়ে রেখে অন্য এক মেয়েকে সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ!
এই চরম দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে আমি আজ তোমার সাথে কথা বলব না!
?!!
আশ্চর্য! তুমি স্বপ্নে আমাকে অন্য এক মেয়ের সাথে ঘুরতে দেখেছ বলে আমার সাথে কথা বলবে না? ওটা তো স্বপ্ন!
স্বপ্ন অবচেতন মনের কথা বলে। আমি অযথা ঐ স্বপ্ন দেখব কেন?
আচ্ছা, ওই মেয়েটা কে তা মনে আছে?
ন-না!
আরে ওই মেয়েটা ছিল আমার বোন নেচার!
সত্যি?

বেসিক?!!!
এখানে কী করছ!

শশশ! আস্তে। আমি লুকিয়ে আছি কারণ আমি মার্ডার করেছি!
মার্ডার?

হুঁ। গতরাত স্বপ্নে একটা দস্যুকে মার্ডার করেছি! কাউকে বলো না যে আমি এখানে!
বেসিককে দেখেছ রিয়া? ওর কাছে টাকা পাই!

আহ!
কড়ৎ! কড়ৎ!
মাথা বানানো যে একটা আর্ট সেটা তুই প্রতিবারই প্রমাণ করিসরে আসলাম!
কড়ৎ কড়ৎ
আজ কিন্তু আমি বাকীতে চুল কাটাচ্ছি আসলাম!
ফটাস! ফটাস!
আরে! আরে! আরে!

সে কী হিল্লোল একটা TO-LET ঝুলিয়েছিস যে?
তুই কী এখান থেকে ব্যবসা গোটাচ্ছিস না কি?
HILLOL MUSIC
TO-LET
আরে না। প্যাসেজটা একটা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দিতে চাই। এখন তো বাড়ি ভাড়া চড়া। বেশ লাভ হবে।
প্যাসেজ ভাড়া?
এই দ্যাখ। একটা কমোড লাগিয়ে দিয়েছি।
একটা পর্দা লাগিয়ে এ পাশটা দিব্যি একটা ঘর বানিয়ে দিলাম।
ভাড়া হইবে

হুঁ হয়েছে।
এবার তোর দান!
বেসিক? এই বেসিক!
ঘুম থেকে ওঠ!
তোর দান খেল!
এ্যাঁ-এ্যাঁ? কই?
আমার ব্যাট কই?
আমরা মাঠে না কেন?

এ কী বেসিক, টেবিলে এটা কী লাগিয়েছ?
স্যার এটা আমার বোনের আবিষ্কার "THINK PAD" আপনি দু হাতে কাজ করছেন আর ভাবার জন্য থুতনিতে হাত দিতে পারছেন না?
চিন্তা নেই, "THINK PAD" এ থুতনি রেখে ভাবুন আর কাজ করতে থাকুন। এতে বেশী কাজ করতে পারবেন।
ঘ্র! ঘ্র!
বেসিক? এই বেসিক...!
তুমি আমার পাঠানো উপহার পেয়েছ?
উপহার? কই না তো!
কেন- ই - মেইলে তোমাকে একগুচ্ছ ফুলের ছবি পাঠালাম, দেখ নি?
যে ফুল ধরা যায় না - সে ফুল কোন উপহার নয়? উপহাস।
তুমি যেন ধরতে পার সে জন্য ছবিটা প্রিন্ট করে তোমাকে দিচ্ছি। দেখ আমি ঠিকই তোমাকে উপহার দেই!
?!

ভাইয়া? হঠাৎ মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেছে।
ডুবে যাওয়ার ইংরেজীটা যেন কী?
DROKE?
DROKE? সত্যি?
কেমন যেন খটকা লাগছে। বানান কী?
D-R-O-K-E?
শয়তান ভাইয়া। DROKE বলে কোন শব্দ
ডিকশনারীতে নেই!
আবে-খেটে খা!

বেসিক আলী

আপনি অন্তত একটা মাস মাংস এড়িয়ে চলুন। শুধু মাছ খান।
সে ক্ষেত্রে দু'একবার মাংস খেতে পারেন।
মাছ? যদি কখনো মাছ না পাওয়া যায়?

পরে
ওয়েটার- হাঙ্গর ভুনা কিংবা তিমির দো – পেঁয়াজা হবে?
এ্যাঁ?

স্যার এসব তো এখানে নেই!
তাহলে আর কী করা– একটা গরুর ভুনা লাগাও!

ঘ্যাক ঘ্যাক ঘ্যাক ঘেউউ!
দ্যাখ কেমন দ্রুত তোর ভাষা আমি রপ্ত করে ফেলেছি... ঘ্যাক- ঘ্যাক- ঘ্যাক- ঘেউউ!
ভেউউ! ভেউউ!
ভেউউ! ভেউউ!
আমি চাই খাওন- হ্যায় খালি আমারে ভ্যাংগায়! দূরো!
ভাবী, ঘুম থেকে উঠে দেখি তোমার দেবর নিরুদ্দেশ। সেই যে মর্নিং ওয়াকে গেছে আর আসে নি। মোবাইলটাও রেখে গেছে।!
ওকে নিশ্চয় কেউ হত্যা কিংবা কিডনাপ করেছে। ভ্যা এ এ এ!
কী সব বলছ। গ্যারেজে দেখেছ?
নীলা? এই নীলা! এক জগ পানি পাঠাও তো! গাড়ি ঠিক করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম!

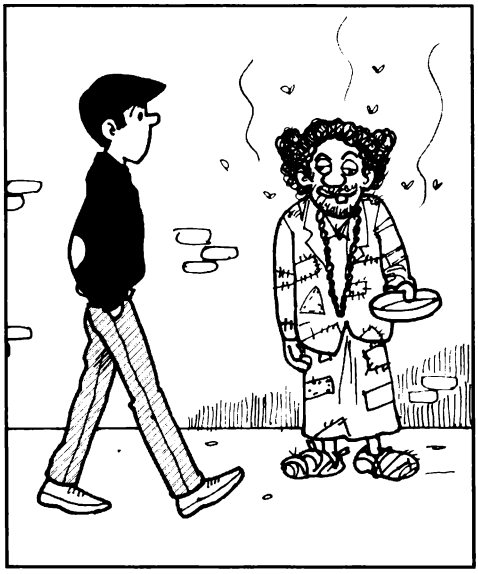

এই ট্যাকা চলত না!
অন্য ট্যাকা দেন!

এই ট্যাকা ঠিক আছে। ধইন্যবাদ!

মাথায় টাক? মেদ–ভুঁড়ি কী করি? সব সমস্যার সমাধান পাইবেন এই বিজ্ঞাপনে!
মাথায় টাক? মেদ-ভুঁড়ি.. ???
লন স্যার! আপনে একটা না- সব গুলা বিজ্ঞাপন পইড়া দ্যাহেন!
মেদ-ভুঁড়ি-টাক কী করি?
ব্যাটা এতগুলো কাগজ ছুড়ে দিল কেন? এ্যাঁ? মেদ–ভুঁড়ি টাক কী করি? বটে!!
ধড়াম!
মেদ–ভুঁড়ি কী করি? আমি এটা করি!!

স্যার, একটা লোক আপনার সাথে দেখা করতে চায়! এই যে উনার কার্ড।
কার্ড? যাও নিয়ে এসো... আমার সাথে দেখা করতে কার্ড লাগে না!
লকম্যান হ্যারিস? হুম! বিদেশী বলেই হয়তো এক ফর্মালিটি!
LOCKMANN HARRIS
CONSULTANT
EAST POINT
INSURANC
?!!
সালাম! আমার নাম লোকমান হারিস। আপনি আমাকে লেকু ভাই বলে ডাকতে পারেন। আপনার ইন্সুরেন্স আছে তো!
লেকু ভাইয়া, বললাম তো- এই মুহূর্তে আমার ইন্সুরেন্স করার ইচ্ছা নেই!
শুনুন! একটা দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। আমার কাছে ৩০ রকম ইন্সুরেন্স আছে!
জলাতংক, স্থলাতংক, কলার খোসায় পা পিছলে আহত। ম্যানহোলে পতন। মিনিবাস থেকে নিক্ষিপ্ত বমিতে আহত। মিনিবাস চাপায় নিহত। এমন বিভিন্ন অনাহুত বিপদ থেকে বাঁচতে ইন্সুরেন্স করুন। আপনার তেমন খরচ হবে না!
আপনার হাত থেকে বাঁচার জন্য কোন ইন্সুরেন্স আছে?
অবশ্যই! যে কোন একটা ইন্সুরেন্স নিন আমার হাত থেকে বেঁচে যাবেন!

একী!!! সিটি কর্পোরেশন গাছগুলো কাটছে কেন?

আমরা দূর্বল প্রাকৃতিক গাছগুলোকে সরিয়ে টেকসই প্লাস্টিকের গাছ লাগাচ্ছি!
ARTIFICIAL PALM
MADE IN CHINA

বেসিক আলী

এমন করো কেন? শুধু আধ ঘন্টার জন্য বসে থাকবে প্লিজ!!
না? এটা চরম পাগলামী হচ্ছে!
আধ ঘন্টা বসে থাকলে তোমাকে একটা নেকলেস দেব!
হুমম...! আধ ঘন্টা?
মনে হচ্ছে আমি অতি উৎসাহে মডেলকে অনেক বেশী দাম দিয়ে ফেলছি!
ঘ্র.... ঘ্র.... ঘ্র....
কই? তোমার আর্টের মডেল হবার ফি হিসেবে আমার নেকলেস এনেছ?
দেখ এটা তোমার পছন্দ হয় কি না!
একী তালিব! এতো দুই নাম্বার নেকলেস!
দুই নাম্বার আর্টিস্টের কাছ থেকে তুমি কী আশা করছ?

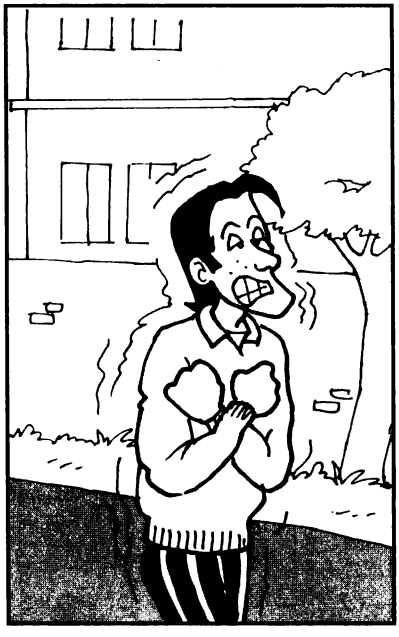

প্রচণ্ড শীত লাগছে। কিন্তু আমি ফুলস্লিভ গেঞ্জির ওপর শার্ট তার ওপর সোয়েটার পরে আছি! আমার কি জ্বর আসছে?

তুই আবারও প্যান্ট পরতে ভুলে গেছিস?

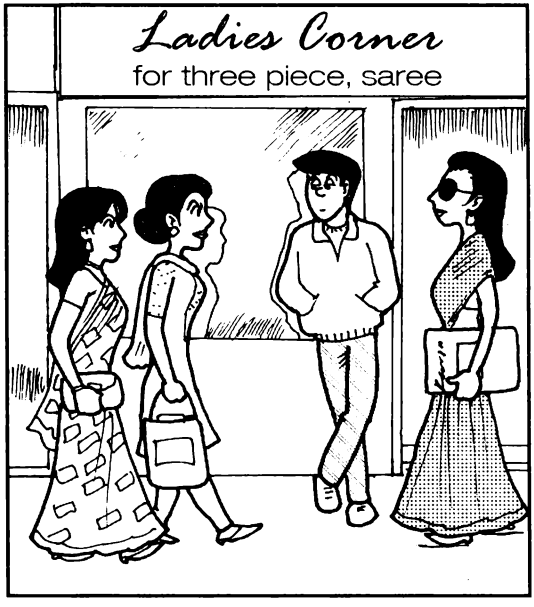
Ladies Corner
for three piece, saree

সরি বেসিক, তোমাকে আরো ৫টা মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। রাগ কোর না- প্লিজ!
আরো ৫ মিনিট? ধ্যাৎ! কী আর করা! যাও!

ইয়াহু!

ভাইয়াটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তবু আমাকে জানতে হবে ম্যাজিকের প্রতিক্রিয়া কী! ওই তো সে ...!
মোনালিসা শাড়ি পরেছে! আ আ আ....
মোনালিসার শাড়ি আমার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর!

এ্যাঁ- এত সেজেগুজে বারান্দায় কেন? নিশ্চয় ওই ঝাঁকড়া চুলের ছোঁড়ার সাথে টাংকি মারছিস? যা কাপড় পাল্টে আয়?
?
কেন? আমি সেজে থাকলে তোমার অসুবিধা কী? তোমার ইচ্ছা হলে তুমিও সেজেগুজে বারান্দায় বসে থাকো!
পরে
দ্যাখ তো কেমন লাগছে আমায়?
ই ই ই!
স্যুট-প্যান্ট পাল্টে আসব মানে? তুই যদি সেজেগুজে বারান্দায় দাঁড়াতে পারিস আমি কেন পারব না।
ভাইয়া তোমাকে মনে হচ্ছে বারন্দায় দাঁড়িয়ে সংবাদ পড়বে।
কি আমাকে নিয়ে বিব্রত? তাহলে তুই পোশাক পাল্টে আয়। তুই যেমন সাজবি আমিও তেমন সাজব। কেমন লাগছে শিক্ষাটা, এ্যাঁ?
একী? কী সেজেছিস তুই?
ভুত! ভাইয়া এবার তোমার পালা! হা হা হা!

দুইডা ভিক্ষা দিবেন সার?

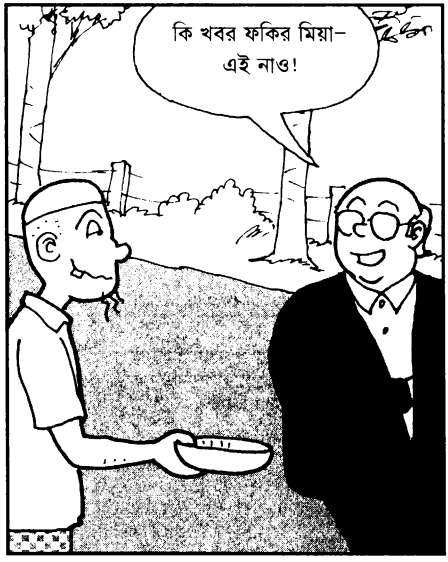
কি খবর ফকির মিয়া– এই নাও!

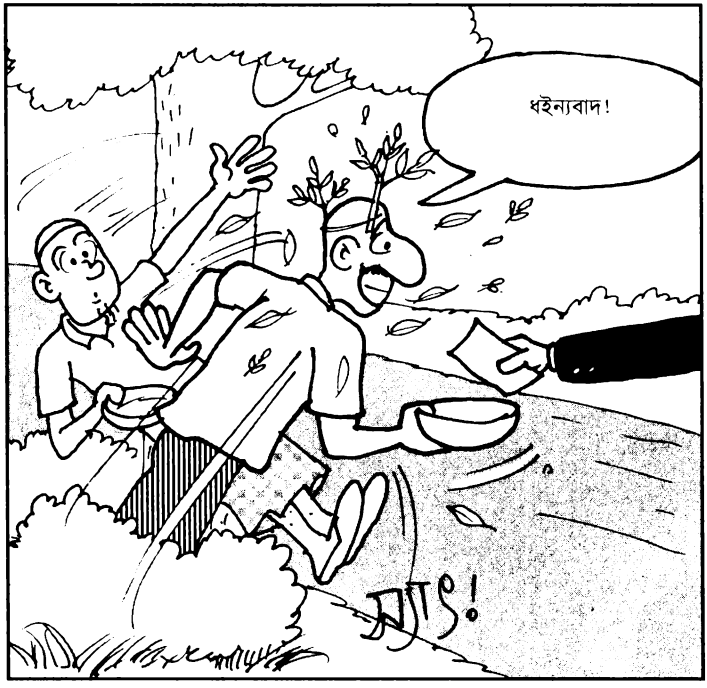
ধইন্যবাদ!
ন্যাং!

বাবা, তুমি যেই গদিটার ওপর বসে আছ ওটা দাও। বারান্দার সোফায় গদিটা লাগবে!

এ্যাঁ? কথায় কথায় গদি ছাড় গদি কি তোর বাপ-দাদার?
হ্যাঁ!

ধ্যাৎ! এই ক্ষেত্রে ঝাড়িটা কোন কাজে লাগল না!

স্কুলের বার্ষিকীতে কাদের স্যারের ছবিটা দেখেছিস বল্টু?
উনার ট্যারা চোখ এখানে একদম স্বাভাবিক!
তাই তো!
এ কী করে সম্ভব?
অংক শিক্ষক আবুল কাদের
স্যার নিশ্চয় ছবি তোলার সময় তার চোখগুলো ট্যারা করে নিয়েছে
যাতে তাকে স্বাভাবিক দেখায়!
হি হি.....
এই বদমাশরা
হাসছিস কেন?
অংক

কী হলো? আমরা কম্পিউটারে নেটওয়ার্কে মারামারির খেলা UNREAL খুলে বসে আছি তুমি ঢুকছ না কেন?
আমি অফিসে খেলি না!

মিথ্যে কথা। এই অফিসে UNREAL চালু করেছ তুমি। এখন আমাদের আসক্ত করে তুমি না খেলে থাকতে পারবে না!
ও! তাহলে চাও যে আমি খেলি?

বেশ। প্রথমে আমার ৫ দফা দাবী পূরণ করতে হবে। ১. আমাকে গেমে মারা চলবে না। ২. যখন চাইব তখন খেলা RESTART করতে হবে। ৩.....
!!

ফিলিং স্প্রী! ডাবল খিল!
এ কী হচ্ছে? গেম?
দুম! দুম!
তুমি কাজ ফেলে অফিসের কম্পিউটারে গেম খেলছ?
!!!
জ্বী স্যার। কারন বাস্তবে আমরা ঋণখেলাপীদের সাথে যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি। এ খেলায় শত্রুদের ঋণখেলাপী কল্পনা করে বার বার মারতে পারেন। আসুন না- আপনিও খেলুন!
বেসিক, তোমার বিরুদ্ধে হাদ্দাদ সাহেব অফিসের পরিবেশ ভঙ্গের অভিযোগ এনেছে। তুমি নাকি কম্পিউটারে বসে মারামারির খেলা খেলো!
জ্বী। তবে অভিযোগ গ্রহণের আগে আপনার জানা উচিত এটা কেমন খেলা এটা পরিবেশের জন্য খারাপ কি না!
বাঃ দারুণ মজা তো!
ওটাকে মারুন স্যার!!!

ধ্যাৎ! সরি বাবা। তোমার ই-মেইলটা পাঠাতে পারছি না। আমার কম্পিউটারটায় আবারও ভাইরাস ধরেছে!

বেচারা কম্পিউটার। কয়দিন পরপরই ওকে ব্যাকটেরিয়ায় ধরে!

সত্যিই তো! তোর কম্পিউটারটার গা টা গরম। জ্বর আসছে!

আরে শাকিব, তুই নাকি রকস্টার হয়ে লম্বা চুল রেখেছিস? না দেখলে বিশ্বাস হতো না!
তো কেমন লাগছে?

তোকে লম্বা চুলে মানাচ্ছে না। তোকে দেখলে কোন এক প্রাণীর কথা মনে হচ্ছে!
কী? কী সেই প্রাণী? সিংহ?

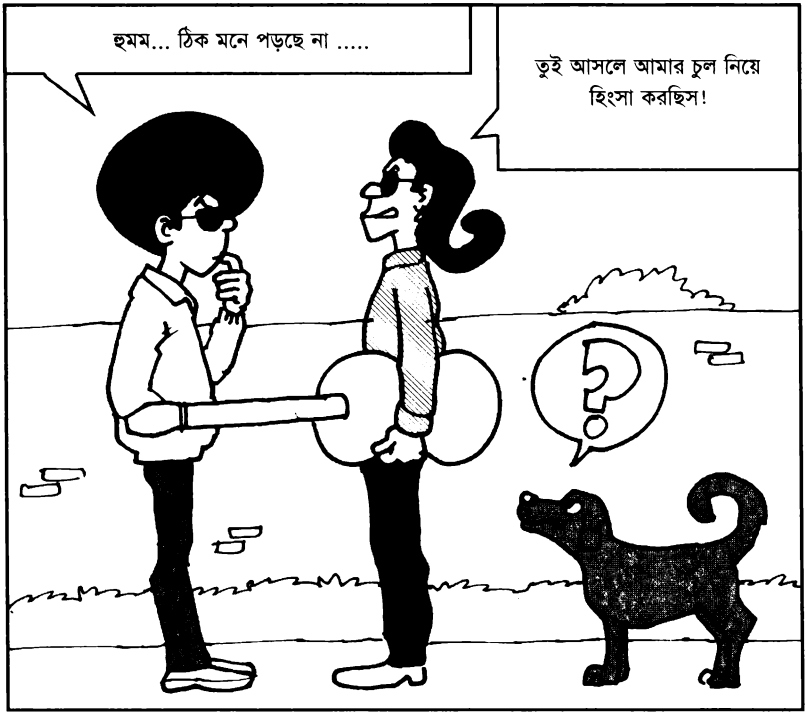
হুমম... ঠিক মনে পড়ছে না .....
তুই আসলে আমার চুল নিয়ে হিংসা করছিস!
?

আমার খুব শখ আমরা দুজনে একই গ্লাস থেকে দুটো স্ট্র দিয়ে লাচ্ছি খাব!
হু!

সুড়ুৎ!
সুড়ুৎ!

ওয়েটার! আরেক গ্লাস লাচ্ছি দিন!
সুড়ুৎ!

দেখি তুই কেমন বিশেষণ শিখেছিস? শূণ্যস্থান পুরন কর। বিজয় দিবসের আলোকসজ্জায় ঢাকাকে খুবই ..... লাগছে। এখানে কী হবে?
ঢাকাকে খুবই 'তুড়ুম-তাড়াজ' লাগছে?
এ্যাঁ?
না! ঢাকাকে খুবই 'চাক্কি-চুয়া' লাগছে!
কি?
না, পেয়েছি। তাফালিং! ঢাকাকে খুবই তাফালিং লাগছে!
মামুন তুই কি একটাও স্বাভাবিক বিশেষণ জানিস না?
মামুনের কাছ থেকে আজ নতুন তিনটা শব্দ শিখলাম ঃ 'তুড়ুম-তাড়াজ', 'চাক্কি-চুয়া' আর 'তাফালিং!
'তুড়ুম-তাড়াজ' আর 'চাক্কি-চুয়া' মানে নান্দনিক বা জমকালো। তাফালিং মানে পোজ পাজ অথবা ফাতরামি!
হা হা হা। কি দারুণ জ্ঞানের কথা!
হেসো না। ইংরেজী ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে কথ্য ভাষাকে গ্রহণ করে। বাংলারও উচিত সবকিছু গ্রহণ করা।
তাই আমি বাংলা একাডেমীকে অনুরোধ করছি যেন এবারের বাংলা ডিকশনারীতে 'তুড়ুম-তাড়াজ', 'চাক্কি-চুয়া' আর তাফালিং শব্দগুলো ঢোকায়।
?!

আমার লাতি বিষ্টি!
বাঃ বৃষ্টি! তো কী চাই তোমার?
ভ্যা এ এ এ এ এ!
ওরে বাবা!
ভ্যা এ এ এ এ এ!
কইলেই পারস খিদ্যা লাইগছে ..... না! খালি ভ্যা ভ্যা!
আহা থামো! বাচ্চা মানুষ!
গাব! গাব!
তুমি নিশ্চয় ফুলমতি বুয়ার 'লাতি'....! কী নাম তোমার?
ভ্যা এ এ এ ভ্যা এ এ ভ্যা এ এ এ
চুপ! এই নাও টাকা! বাপরে! এতো এক ক্ষুদে চাঁদাবাজ!

আচ্ছা তুমি তাহলে ফুলমতি বুয়ার নাতনী এ্যাঁ?
কি নাম তোমার? নাসিমা? রুকসানা? কুলসুম? হটসুম?
ভ্যা এ এ এ! ভ্যা এ এ এ...! ?!?!
এ্যাঁ
পিচ্চিটা হঠাৎ কান্না শুরু করে হঠাৎ চুপ করে, দম বন্ধ করে আছে কেন? পিকুলিয়ার তো!!
কি বুয়ার নাতনী বৃষ্টি? কী চাই?
ভ্যা এ এ ভ্যা এ এ
ইশ! থামো! এই নাও চকলেট!
এইতো কেমন কান্না থামিয়েছ!
ডাক্তারদের সামনে বেশী ভ্যা ভ্যা করতে নেই বুঝলে?
ভ্যা এ এ এ!
আবার!

বুয়ার নাতনী বৃষ্টিটা এক নিদারুণ কেইস!
ভ্যা এ এ এ ভ্যা এ এ!
আমার কথা শুনলে এমন অনেক লজেন্স পাবে। রাজী আছ?
হ্যাঁ!
এটা কী ব্যাপার?
সুলভে 'ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট' ভাড়া পাওয়া যায়। আপনি কি বন্ধু / বান্ধবী / প্রতিবেশীদের উত্যক্ত করতে চান? আমি গ্যারান্টিসহ ঘন্টা প্রতি ৫০ টাকায় বিরক্ত করার ব্যবস্থা করি।
প্রো: ম্যাজিক

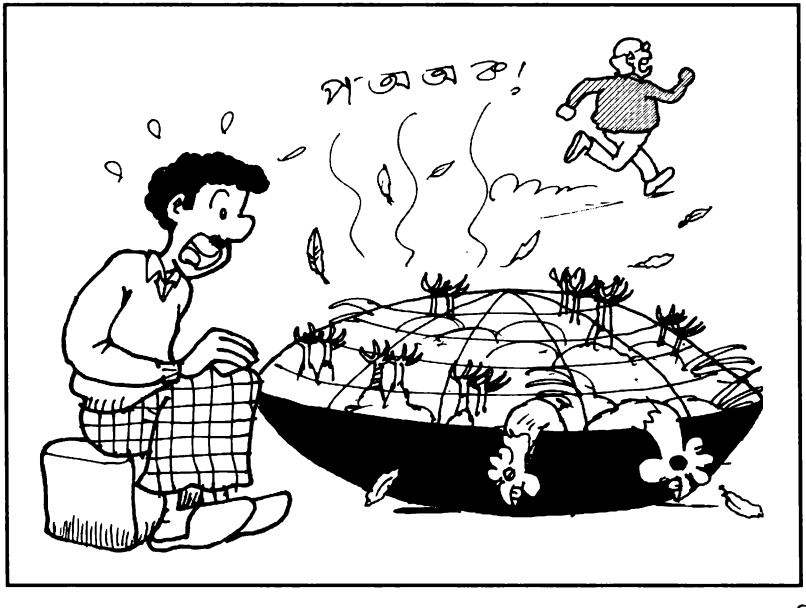

বেসিক আলী

ঐ যে আমার ভ্যালেন্টাইন!
ধন্যবাদ ম্যাজিক! জানতাম তুমি মনে মনে আমাকেই বেশি পছন্দ করো!
আমি তোমাকে ভালবাসি! আমি তোমাকে ভালবাসি!
এত ফুল নিয়ে আমি বাসায় যাব কী করে?
এ ফুল নিয়ে বাসায় ঢুকলেই মা টের পেয়ে যাবে যে আমি ঝাকড়া চুলের ছোঁড়াটার সাথে দেখা করছি!
ম্যা এ এ .... ম্যাজিক!
ফুলের জন্য ধন্যবাদ!

তোমাকে ছাড়া আমি জীবনকে কল্পনা করতে পারি না। আমি ২২ হলেই তোমাকে বিয়ে করব।
পাগলের প্রলাপ!
হ্যাঁ- তোমার জন্য আমি অবশ্যই পাগল! তুমি ছাড়া অন্য সব মেয়েদের কেমন ভাতে মরা লাগে!
ছাগল!
এবং মিথ্যুক!

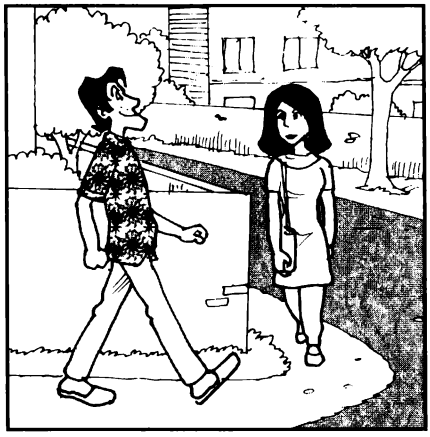

এক্স কিউজ মি!

আপনার চোখে মনে হয় সমস্যা আছে। শিগগির ডাক্তার দেখান!

আমার চোখে আপনি কী সমস্যা দেখেছেন?
দেখলাম আপনার বাম চোখটা হঠাৎ মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে খুলল! অস্বাভাবিক ব্যাপার!

স্টুপিড হাঁদারাম গাধা। আমার চোখে একটা বেকুব ময়লা পড়েছিল বলে অমন হয়েছে।
ওঃ?

আপনার উচিত একটা ব্রেণের ডাক্তারের কাছে যাওয়া!
কেন? আমি কি পাগল?

ভ্যালেন্টাইন ডে তে তোমার জন্য আমার উপহার এই শার্ট। তুমি নিশ্চয় ভুলে যাও নি আজকের দিনটার কথা?
সব্বোনাশ! ভুলেই তো গিয়েছিলাম!
ধন্যবাদ।

এহম!

তোমার জন্য আমার উপহার পারফিউম!
একী! এ তো এয়ার ফ্রেশনার!
ফুসসস!
AIR FRESH

বেসিক আলী

তিনপৃষ্ঠার 'শ্রীকান্ত পরিক্রমা' টা লিখে শেষ করেছিস মামুন?
এ্যাঁ? এই যে!

একি? 'হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় লিখিত শ্রীক্লান্ত' গল্পের পরিক্রমা! তারপর তিন পৃষ্ঠায় এসব কী লিখেছিস? গাধা?!

আমি কিন্তু ঠিকই তিন পৃষ্ঠা লিখে দিয়েছি!
হু! ১ম পৃষ্ঠায় লিখেছিস "শ্রীক্লান্ত" ২য় পৃষ্ঠায় 'বড়' আর ৩য় পৃষ্ঠায় 'পাজী ছিল!'

আমার বাসার সামনের থেকা সর!
কী? তুই আমারে চিনস?
গরররর!
তুই হইলি একটা নেড়ি কুত্তা! তোরে আর কী চিনুম!
আর তুই হইলি একটা মানুষের বাচ্চা! মানুষের বাচ্চা!
গরররর!
খবদ্দার! আমার বাপ মা তুইলা গালি দিলে খুন কইরা ফালামু!
এ এ এ ! মানুষের বাচ্চা! তুই একটা মানুষের বাচ্চা!
ঘেউ! ঘেউ!
বস, বাইরের এক কুত্তায় আমারে মানুষের বাচ্চা কয়া গালাগালি করতাছে। শিকলটা খুইলা দেন।
ঘাউ! ঘাউ!
কী তুই বিস্কুট চাস? এই নে!!!
?
তুই মানুষের বাচ্চা না- একদম কুত্তার বাচ্চা। আমার ভুল হইসে একটা বিস্কুট দে না... পিলিজ!
ভাগ শালা!

বুঝলে সোহেল, জনসেবার কোন বিকল্প নেই!

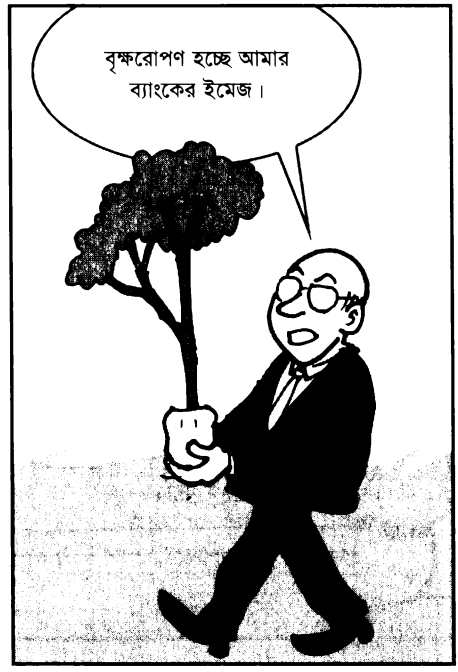
বৃক্ষরোপণ হচ্ছে আমার ব্যাংকের ইমেজ।

ম্যারাদিয়া পুকুর খনন প্রকল্প উদ্বোধন
অর্থায়নেঃ আলীগ্রুপ
?!
?!
ম্যারাদিয়া বৃক্ষরোপণ প্রকল্প উদ্বোধন
উদ্যোগে: বাংগু ব্যাংক

স্লামালাইকম! আমর নাম অনিক আহমেদ! এই শাখায় আজ জয়েন করলাম!

আমি এই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় গত তিন বছর কাজ করেছি। বক-বক-বক....!

একি! কানে দেখছি এখন কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!

এই যে বেসিক ভাই! আমি অনিক! একটা গোপন প্রশ্ন করব বলে নিরিবিলি আপনাকে খুঁজছিলাম!
কাউকে বলবেন না। ঐ মেয়ে রেবেকার কোন বয়ফ্রেণ্ড আছে? আমি ওর সাথে লাইন করতে চাই!
ব্যাটা চিল্লানোসরাস! তোর সাথে কেউ লাইন করতে চায় না!!
কিছু মনে করবেন না অনিক। আপনি প্রচণ্ড জোরে কথা বলেন। এতে আমরা মাঝে মাঝে ভড়কে যাই....
আরে আমি আর কি জোরে কথা বলি। আমার বাবা এত জোরে কথা বলে যে তার কোন ফোনের দরকার হয় না!
অনিক? আজ বাজার করবি না?
ঐ যে বাবা বাসা থেকে ডাকছে!

হুঁ .... হুঁ
ঘ্র!
ঘ্র!
আশ্চর্য! খাবার সামনে রেখে বেসিক ঘুমিয়ে?
অসম্ভব! ও খাবার টেবিলে ঘুমায় না!
হু ... জ্বী বাবা!
তালিব! তুমি কি পুরানো কোন
গল্প বলছিলে?
জ্বী বাবা।
হু হু!
হ্যাঁ... হ্যাঁ.... আমি আবারো মস্কোতে ১৯৮২ সালের
শীতকালীন সফরের গল্প করছিলাম!
ওই গল্প আমরা ১০০ বার
শুনেছি তালিব!

আরে 'গিভ মি ফাইভ করে' যান!
না!
আশ্চর্য! আমি কেবল আপনার হাতে আমার হাত চাপড়ে উল্লাস প্রকাশ করতে চাইছি মাত্র! দৌড়ে পালাচ্ছেন কেন?
আগে হাত ধুয়ে আসুন। একটু আগে দেখলাম আপনি ঐ হাত দিয়ে সর্দি ঝেড়ে প্যান্টে হাত মুছছেন!! ওয়াক!
AUDIT DEPTT.
BANGLA BANK
স্যার, গিভ মি ফাইভ!
এ্যাঁ? সেটা আবার কী?
আমার হাতটা আপনার হাতের ওপর চাপড় দেবে!
কী? কেন?
এটা উল্লাসের প্রকাশ। আজ বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম ভাল খেলছে। টিভিতে দেখেছি!
ও তার মানে তুমি শুধু অফিস ফাঁকি দিয়ে ক্রিকেট দেখছ তাই না- সিনিয়রদের চাঁটি মারার মওকাও পেয়ে গেছ! ফাজিল। ভাগো!!

নেচারের কাছ থেকে এক জোড়া ডাক্তারী গ্লাভস এনে দিবি?
সে কী চাচী, গ্লাভস কেন?
নিশ্চয় এই গ্লাভসের সাথে চাচীর সূচিবাইগ্রস্থতার সম্পর্ক আছে।
এই যে গ্লাভস।
ধন্যবাদ!
এবার নোংরা টাকা গুলো আমায় ফেরত দিয়ে বাজারের হিসেবটা দাও দেখি!
এ কী কথা চাচী তুমি গ্লাভস ছাড়া টাকা ধরছ না কেন?
এসব টাকা কত মানুষ ধরেছে। জীবাণুতে ঠাসা!
টাকা তো বিভিন্ন মানুষ ধরবেই এতে কী বা এত জীবাণু থাকে!
এ থেকে হাতে ক্যান্সার হতে পারে!
এ জন্য বাইরের টাকা বাসায় এলেই আমি প্রথমে ওগুলো ডেটল দিয়ে ওয়াশ করে নেই।

দোস্ত, মহা ঝামেলায় পড়েছি। একটা ওয়েব সাইট থেকে কতগুলো নায়িকাদের হাই কোয়ালিটি ছবি ডাউনলোড করে বিপদে পড়েছি!
এখন ওয়েব সাইটটা আমার কাছে ডাউনলোডের জন্য পয়সা চাইছে!
গাধা! ওয়েব পেজ বন্ধ কর। ব্রাউজার বন্ধ কর। পিসিটাও বন্ধ করে ঘুমাতে যা!
আরে তুই বুঝতে পারছিস না! ওয়েব সাইটটা খুবই নাছোড়বান্দা!

ঘ্যা-আ-ঙ!
বইসে আছি! এক্কা আমি!
আ-অ: আ-অ: আ-অ:
আরে আগেই আত্মহত্যা করিস না। এর আরো ভয়ংকর বেসুরো গান আছে ওগুলো তোকে শুনতেই হবে!
আ: আ: আ:
বইসে আছি এক্কা আমি!
দোস্ত তোর রকস্টার সামলা! আমি টিকতে পারলাম না!
হে: হে:
এ: এ: এ:!
ঘেউ! ঘেউ! ঘেউ!
?
আ: আ: আ: আ: বাঁচাও! বাঁচাও!
কটাক!

বেসিক আলী

একী! আপনি ভুল দিক থেকে এসে রাস্তা বন্ধ করলেন কেন? সরেন।
আপনি সরেন। জানেন আমি কে?
কে আপনি? কালা জাহাঙ্গীর? পাউরুটি সেলিম? কুত্তা সাব্বির? ট্যারা কালাম? মুরগী মিলন?
মস্করা করেন? মনে করেছেন ঠিক দিক দিয়ে এসে রাস্তা বন্ধ করতে পারবেন আমার?
দাঁড়ান। দাঁড়ান। চিনেছি! আপনি JAMES BOND যার কিনা হত্যা করার লাইসেন্স আছে। ঠিক?
এই যে, সরছেন না কেন?
আপনি পেছান! জানেন- আমি কে?
ভাইসব আপনাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষন করছি।
এই ভদ্রলোক বার বার জানতে চাইছেন উনি কে। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি ওনার নাম ঠিকানা জানেন, দয়া করে ওনার স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করুন।
!!

আররে দোস্ত!! কেমন আছ? কত দিন পর দেখা তোমার!
আররে ইয়ে নাকি! কতদিন তোমাকে দেখিনি! কেমন চলছে?

মনে হয় প্রায় ১৫ বছর পর দেখা! তোমাকে চিনতেই পারছিলাম না!
হ্যাঁ!! ইয়ে তো বাসায় এসো- এ্যাঁ? খালা-খালুকে সালাম দিও!

একে আমি কখনোই চিনতাম না!
একে কোন কালেই দেখি নি!

হা: হা: আজ ম্যাজিকের খবর আছে!
আজ তোকে শায়েস্তা করার জন্য দ্যাখ কাকে নিয়ে এসেছি!
কাপ্তানবাজারের শীর্ষ রংবাজ কোহিনূর!
এ্যাঁ? কোথায় সেই কোহিনূর?
ওরে মা! কেউ এম্বুলেন্স ডাক!
আবে ঐ- তুই নাকি আমার দোস্ত ভান্টুরে মারবার চাস? আইজ তোরে মাইরাই ফালামু!
ওরে বাবা!
দুশ শালা- ভুলেই গিয়েছিলাম যে কোহিনূর গুণ্ডা কুকুরকে ভীষণ ভয় পায়!
কিরে মার্স? খেলতে এসেছিস?

সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই। তাই আজ থেকে আমি সত্যকে মেনে নিয়েই এই মিটিং করছি।

আপনারা যেহেতু আমার মিটিং-এ এসে ঘুমিয়ে পড়েন সেহেতু এখন থেকে এই মিটিং এ চেয়ারের বদলে বিছানা দিচ্ছি!

বেসিক আলী

ঐ মোরগা, মোরগা!
কী ব্যাপার?
এত ডাকছ কেন?
তোমাকে তো
আমি চিনলাম না-পঅঅক!
পক পক
পক পক!
ভূত! ভূত!

নাঃ! আমাদের আর এই লেক সাইটে এসে বসা যাবে না!
কেন? আমার তো ভাল লাগে
চার দিকে দেখ- সব স্কুল কলেজ ফাঁকি দেয়া ছেলে-মেয়েরা ডেটিং করছে।
তাতে আমাদের কী আসে যায়?
ওরা নিশ্চয় মনে করে যে আমরা দুই ফেল্টুস এখনো কলেজে পড়ে ডেটিং করছি! তাই নিয়ে ওরা নিশ্চয় হাসাহাসি করে!
ও ছার, দুইডা ট্যাকা ভিক্কা দেন। আপনেগ অনেক দোয়া করুম!
এই নিন দু'টাকা।
আল্লাহ আপনের রহম করব!
ব্যস? এই আপনার 'অনেক দোয়া'? মিথ্যুক!
মাত্র দুই ট্যাকায় কি মিলাদ পড়াইতে চান নি?

ম্যাজিক?
তোকে বোঝাচ্ছি, মজা! আমার ঘুমের ভেতর মোঁচ একে দেয়ার মাশুল তোকে দিতে হবে!
এ্যাঁ? কী বলছ? আমি তো ঘুমিয়ে ....!
.... তাহলে নিশ্চয় এটা নেচারের কাজ!
হি: হি: কি সুন্দর নেচারকে ফাঁসিয়ে দিয়েছি
তাহলে তুই বলছিস আমার ঘুমের মাঝে এই মোচ তুই আঁকিস নি? এটা আসলে ম্যাজিকের কাজ?
আমি যদি আঁকতাম, তাহলে মেয়ে বানিয়ে দিতাম! এসব ম্যাজিকের ষড়যন্ত্র!
বেশ! কাল ভোরে আমাদেরও করণীয় অ্যাকশন নিতে হবে!
অবশ্যই!
পরদিন সকালে
আ আ আ!

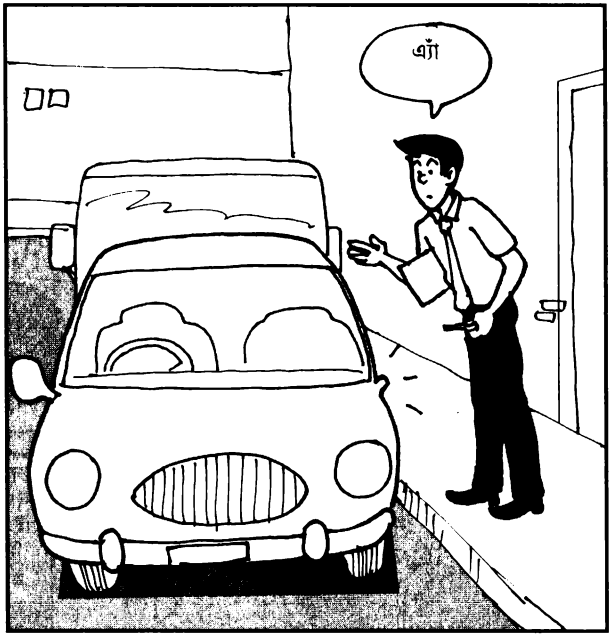
এ্যাঁ

যে আমার গাড়ির আয়না চুরি করেছে সে একটা গাধা!
বাংলাদেশে এ গাড়ির দ্বিতীয় মডেল নেই। কোথাও বিক্রী হবে না ঐ আয়না, গাধা!

তাইলে ওইটা আমার দাড়ি কামানোর আয়না হিসেবে ব্যবহার করুম!

তোমরা তো প্রতিদিন বাজারে গিয়ে ঠকে আসো। আর আমি দেখ কেমন জিতে এসেছি। এক ঝুড়ি ডিম কিনেছি মাত্র ২০০ টাকায়!
মানে প্রতিটা ডিম মাত্র দুই টাকা! তোমরা তো ৪-৫ টাকা করে একেকটা ডিম কেন! আজ থেকে আমাকে তোমাদের গুরু মানা উচিত! নাও, এবার ডিম খাওয়াও!
রাতে
হে গুরু, কী খাবে? পঁচা ডিমের ভূনা? পঁচা ডিমের ওমলেট? পঁচা ডিম ভর্তা? আজ আমাদের বিশেষ মেন্যুর সবই পঁচা ডিম! তুমি ১০০ টা পঁচা ডিম কিনেছ।
বুঝলে ভাবী, তালিব গতকাল ১০০ টা ডিম কিনছে ২০০ টাকায়! তার ধারণা সে বাজার-গুরু। কিন্তু তার ১০০ টা ডিমই ছিল পঁচা।
শুনেছ 'বাজার-গুরু' তালিব ভাইয়ের কাণ্ড?
.... গুরু ডিম পঁচাচ্ছে?
... এদিকে দিন ভর শহরে গুজব যে কোন এক গুরুর অভিশাপে পোলট্রির হাজার হাজার ডিম পঁচে গেছে!
গুরু
.... এ্যাঁ? গুরুর ২০০০ টা ডিমই পঁচা?
...ডিমে মড়ক?

আজ তোমার বাংলা পড়ার দক্ষতা পরীক্ষা করব!
তুমি কী বলতে চাও আমি বাংলা পড়তে পারি না?
আমার ধারণা তুমি সব বাংলা পড়তে পার না। সামনের দোকানগুলোর লেখাগুলো পড় দেখি।
সত্যিই তো- আমি পড়তে পারছি না!
বার্মন বাড়ীয়া
পাপর্ন ভাজা
সুপসাদু খৈ ভাজা
কুদ্দু'স
ফ্রাইড
ফুড

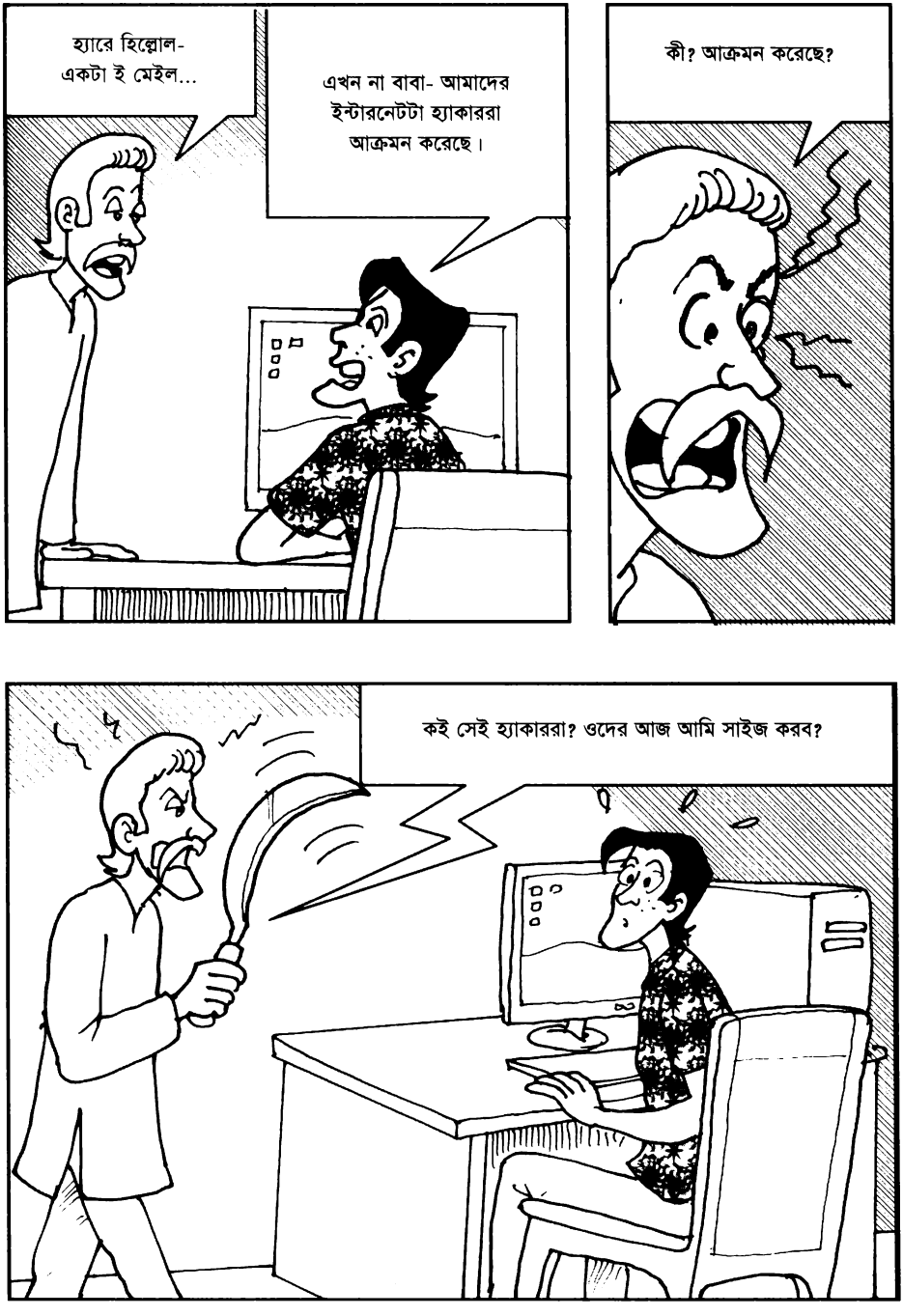
হ্যারে হিল্লোল-
একটা ই মেইল...
এখন না বাবা- আমাদের
ইন্টারনেটটা হ্যাকাররা
আক্রমন করেছে।
কী? আক্রমন করেছে?
কই সেই হ্যাকাররা? ওদের আজ আমি সাইজ করব?

আমার ঘুম আসছে না। এমন কিছু বলো যা শুনে আমি টুপ করে ঘুমিয়ে পড়ি।
একটা গান গাই?
তোমার ব্যাঙের মতো গলায় গান শুনলে আমি হাসতে থাকব!
একটা গল্প বলি? না! ওটাও হাস্যকর। পেয়েছি! এটা শোন...!
বাংলা ব্যাকরণ বই পড়ছি। সমাস কয় প্রকার ও কী কী। প্রথমে বলছি সুপসুপা সমাস...
ঘ্র.... ঘ্র....
মোনালিসা? তুই রাত জেগে প্রেম করছিস?
এ্যাঁ? কী পাগলের মতো কথা বলছ মা?
বেশ তাহলে বল কেন তুই ফোন হাতে নিয়ে ঘুমাচ্ছিলি?

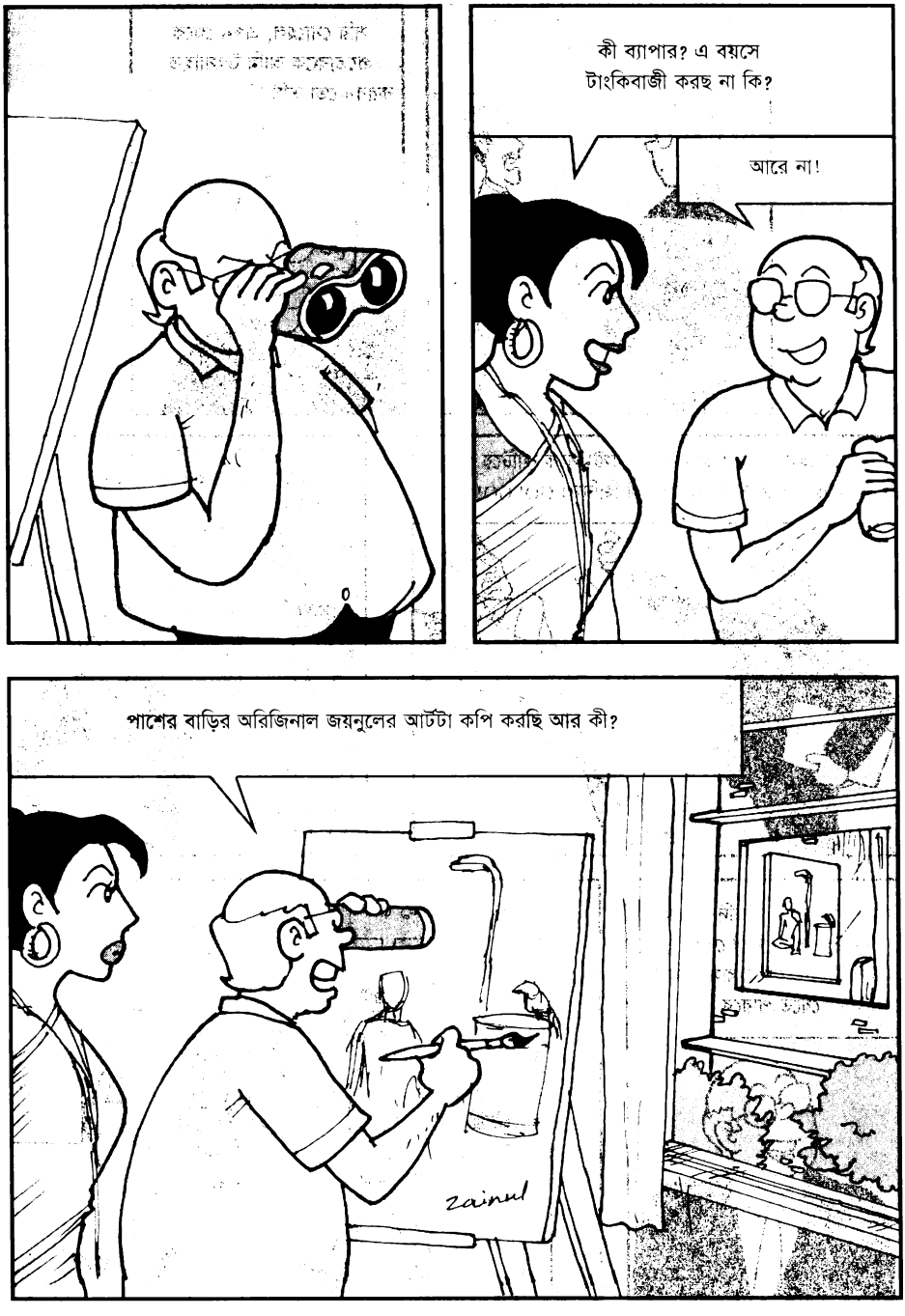
কী ব্যাপার? এ বয়সে টাংকিবাজী করছ না কি?
আরে না!
পাশের বাড়ির অরিজিনাল জয়নুলের আর্টটা কপি করছি আর কী?
zainul

স্যার আপনার কোম্পানীতে ১০ বছর ধরে কাজ করছি। কিন্তু আপনি আমাকে কাজে উৎসাহ দেন না।
সরি সোহেল, এখন থেকে প্রত্যেককে আমি উৎসাহিত করব। তো তুমি চট্টগ্রাম বন্দরের দায়িত্বে আছ? না?
যাও সোহেল- বন্দরে ছুটে যাও! কাস্টমসকে ফাটিয়ে ফেল! সবাইকে বুঝিয়ে দাও সোহেল কী জিনিস! GO! GO! GO!
স্যার আমি বলছিলাম কী- আমার কাজকে উৎসাহিত করার জন্য যদি একটা 'উৎসাহ বোনাস' দিতেন তবে আরো বেশি কাজ করতাম!
ও..... আচ্ছা!
যাও, তোমাকে প্রতিদিন কাজের জন্য উৎসাহ বোনাস দেব। তুমি টাকাটা দিন শেষে বাসায় নিয়ে যেতে পারবে।
.... কেউ কোন প্রশ্ন কো'র না!

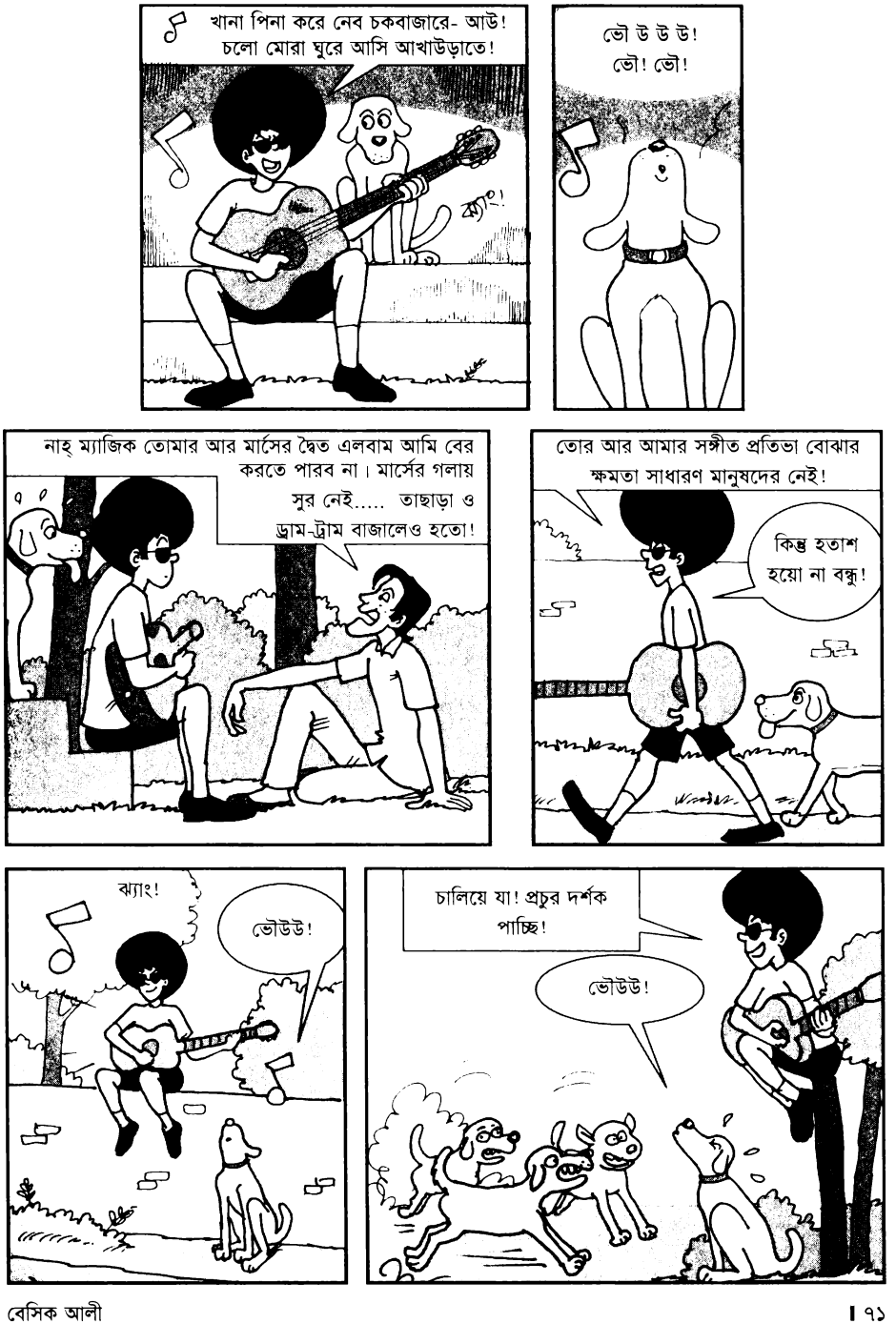
খানা পিনা করে নেব চকবাজারে- আউ! চলো মোরা ঘুরে আসি আখাউড়াতে!
ক্যাং!
ভৌ উ উ উ! ভৌ! ভৌ!
নাহ্ ম্যাজিক তোমার আর মার্সের দ্বৈত এলবাম আমি বের করতে পারব না। মার্সের গলায় সুর নেই..... তাছাড়া ও ড্রাম-ট্রাম বাজালেও হতো!
তোর আর আমার সঙ্গীত প্রতিভা বোঝার ক্ষমতা সাধারণ মানুষদের নেই!
কিন্তু হতাশ হয়ো না বন্ধু!
ঝ্যাং!
ভৌউউ!
চালিয়ে যা! প্রচুর দর্শক পাচ্ছি!
ভৌউউ!

জুডার
MAGIC
M
PUBLICATION
পোড়োবাড়ির রহস্য
মেসিক আলী

বেশ ভালই তো কাভার বানিয়েছিস। এই সিরিজে জুডারের পুরানো শত্রু SATAN KING কেও মেরে ফেলেছিস।
ভাল হয়েছে না?

ভালই। কিন্তু তুই এই গল্পে 'পোড়া বাড়ির' রহস্যটাই তো খোলাসা করে দিস নি। এটা কেমন হলো?

এটাই তো সমস্যা ভাইয়া। পোড়া বাড়ির রহস্যটা এতই জটিল যে আমিও সেটার সমাধান করতে পারছি না!
!!

জুডারের এই গল্পের আরেক সমস্যা হচ্ছে জুডার কিভাবে SATAN KING এর জাহাজ থেকে পালিয়ে তার ল্যাবে ফিরল!
কী সমস্যা?

জুডার জাহাজ থেকে এন্টার্কটিকার ঠাণ্ডা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
SATAN

পানির নীচে থাকার জন্য 'অক্সিজেন ক্যাপসুল' খেয়ে নিল।

তারপর সমুদ্রের নীচ দিয়ে হেঁটে হেঁটে এন্টার্কটিকা থেকে কক্সবাজার চলে আসার বিষয়টি কী বিশ্বাসযোগ্য হোল না?

আয় আপু- আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তোর গলার শক্তি পরীক্ষা করে দেখি!
গলার শক্তি?

হুঁ। আমরা দেখবো তোর গলার কম্পনাংক কত। নে গান গা। ১, ২, ৩ ..... গান গা!!

কী মারাত্মক! তিন ফিট দূরের গ্লাস সে ফাটিয়ে দিয়েছে!
ফটাস
আ আ আ

?

কিরে একঘন্টা ধরে বেকুবের মতো দুজনে এক জায়গায় বসে আছিস কেন?
এটা হচ্ছে অকম্মা প্রতিযোগিতা। যে আগে দৌড়াবে সে হারবে!

এই প্রতিযোগিতায় আমি বারবার মামুনের কাছে হেরে যাচ্ছি। উফ!! বসে থাকার মতো খাটুনির কাজ আর হয় না!

কতদিন না বলেছি- স্যাণ্ডেল সব সময় সোজা করে রাখবি। উল্টো করে রাখলে ঝগড়া হয়!
বাজে কথা!

ঝগড়া হয়!
হয় না!
ঝগড়া হয়!
কুসংস্কার!
ঝগড়া হয়!
হয় না।

তোরা কী নিয়ে ঝগড়া করছিস- বেসিক?
দেখ তোর মা কী বলে!
ম্যাডেস্ট!! ঝগড়া আর তর্ক করা কী এক হোল?

ওরা আমাকে ২০০তম বারের জন্য ভিসা রিফিউজ করেছে। কিন্তু আমাকে আমেরিকা যেতেই হবে দোস্ত। আমার শরীর এখানে কিন্তু আমার মন নিউইয়র্কে!!
জিয়া-তোর বয়স এখন ২৭ পড়াশুনাও শেষ এখন আমেরিকার স্বপ্ন বাদ দিয়ে কাজ কর্ম শুরু কর.....
এক মিনিট!
নিউইয়র্কে এখন বৃষ্টি হচ্ছে। আমি ছাতা না খুললে মানসিক ভাবে ভিজে যাব... তো কী যেন বলছিলি?
ওরা আমাকে ২০০ বার ভিসা প্রত্যাখান করেছে- তাতে কী? আমি ৫০০০ টা DV ফর্ম পাঠাব আমেরিকায়।
এর পাশাপাশি নতুন ধান্ধা সাইকেলে বিশ্বভ্রমন। আমি সাইকেলে ব্যাংকক যাব। সেখান থেকে আমেরিকার ভিসা নেয়ার চেষ্টা করব। না দিলে সিংগাপুর তারপর মালয়শিয়া, ভিয়েতনাম.....
না দিলে কোরিয়া- জাপান- অস্ট্রেলিয়া... প্রত্যেক দেশে গিয়ে আমেরিকার ভিসা চাইব। দেবে না মানে!!
এগিয়ে যাও ইবনে বতুতা!

কপ!
থপ!
হাই!
হাই!
বদমাশ! তখন থেকে দেখছি তুই আমাকে ভেংচাচ্ছিস!
মারব একটা চড়!

ওকি বেসিক, তোমার গাড়ির ড্যাশ বোর্ডে হাতে ধরা একটা আয়না দেখছি? ব্যাপার কী?

আমার গাড়ির ডান পাশের আয়নাটা বার বার চুরি হয়ে যায়!

এবার গাড়ির আয়না না কিনে এই হাতে ধরা আয়না কিনে নিয়েছি। যখন দরকার হয় এটা বের করে পেছনটা দেখে নেই!
থ্রেস এক্সপ্রেস

কিরে হিল্লোল? ৫টা বেজে গেছে তুই এখনো রাইফেলস স্কয়ারে পৌছাস নি? এটা কেমন হলো?
তুই কী পৌছে গেছিস? তাহলে তুই একটু অপেক্ষা কর। আমি রাস্তায় আছি!
আরে ভীষণ জ্যাম! আমি তো আধঘন্টা ধরে গাড়িতে বসে। ভাবছি বাসায় ফিরে যাব কী না!
তাইলে তুই বরং গাড়ি ঘুরিয়ে বেলুর দোকানে চলে আয়!
ঠিক হ্যায়! আমি এক্ষুনি গাড়ি ঘুরাচ্ছি!

পথ থেকে সরে যা ভাল্টু। তা না হলে আমার পোষা মৌমাছির দল তোকে শায়েস্তা করবে।
পোষা মৌমাছি? হা হা!
কৈ তোর মৌমাছি! নিয়ে আয়! হা হা! আমি ভাল্টু ভয় পাই না!
মৌমাছিরা!! ছু-লে!
!?!
বোঁও ও

আচ্ছা ভাই, এখানে বাকী খান সাহেবের বাসাটা কোথায় বলতে পারেন?
বাকি খান সাহেব? ঐ তো উনি বইসা আমার চা খাইতাছে!
উনি বাকী খান?
এ্যাঁ? আমি বাকি খেলে আপনার কী?
না। মানে জানতে চাইছি আপনিই বাকী খান কী-না!
বেলু মিয়া, একটা চা দেখি!
দ্যাখেন। এই যে চা পাতি আর এই হইলো কাপ!
বলেছি তো বেতন পেলে তোমার সমস্ত বাকি শোধ করে দেব। তামাশা না করে চা দাও!

হুঁ? কী রে শালা?
উঃ!
তো-তোর ব্যবসা কেমন চলছে শালা? আরে শালা আমাকে কবে তুই ওয়েস্টিনে খাওয়াবি? শালা তুই সব সময় আমাকে ফাঁকি দিস! এবার শালা পার পাবি না!
আপা? আপা!! দুলাভাই কিন্তু আমাকে প্রচণ্ড গালাগালি করছে! বাঁচাও!
বলে কী শালা!
এ কী তালিব, তোমার একমাত্র শ্যালক মাসুম এত দিন পর এখানে এলো, আর তুমি কী না ওকে খালি খোঁচাচ্ছ!
এটা ট্র্যাডিশন। বাঙ্গালী দুলাভাইরা হাজার বছর ধরে তাদের শালাদের খোঁচাখুঁচি করে থাকে। এতে তোমার সমস্যা কী?
তুমি ওকে পেন্সিল দিয়ে খোঁচাচ্ছ!

চেয়ারম্যান স্যার আজ বেশ গরম। ভেতরে তার ছোটবেলার বন্ধুর সাথে ঝগড়া চলছে!
Chairman
শুনে দেখি কী ঝগড়া হচ্ছে!?
.... ব্যাটা লচ্চু! তোর অফিসে আর জীবনে আসব না!
আবে যা! যা!

এ হচ্ছে আমার জাপানী বন্ধু আকিরা তোরিয়ামা।
আকিরা, এ হচ্ছে আমার বন্ধু হিল্লোল।
হ্যালো!
HI!

আমি কিছু বাংলা বলতে পারি।
আমিও কিছু জাপানী বলতে পারি!

তাই নাকি!! তো বলুন দেখি?
হিরোশিমা নাগাসাকি ফুজিয়ামা টয়োটা!!

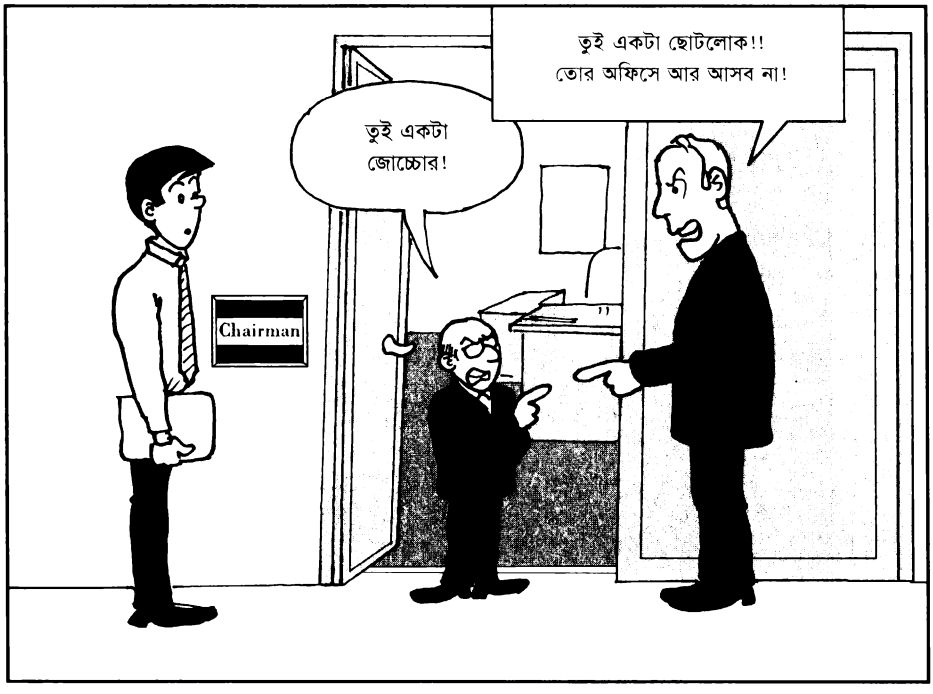
তুই একটা ছোটলোক!!
তোর অফিসে আর আসব না!
তুই একটা
জোচ্চোর!
Chairman

কী? আমি ছোটলোক? আমার
উচ্চতা নিয়ে অপমান? তাহলে
আমাদের বন্ধুত্ব শেষ!

আমি বলতে চাচ্ছি তোর মন ছোট!
আবার সাইজ
নিয়ে কথা?
আবারও?
মন নীচু?

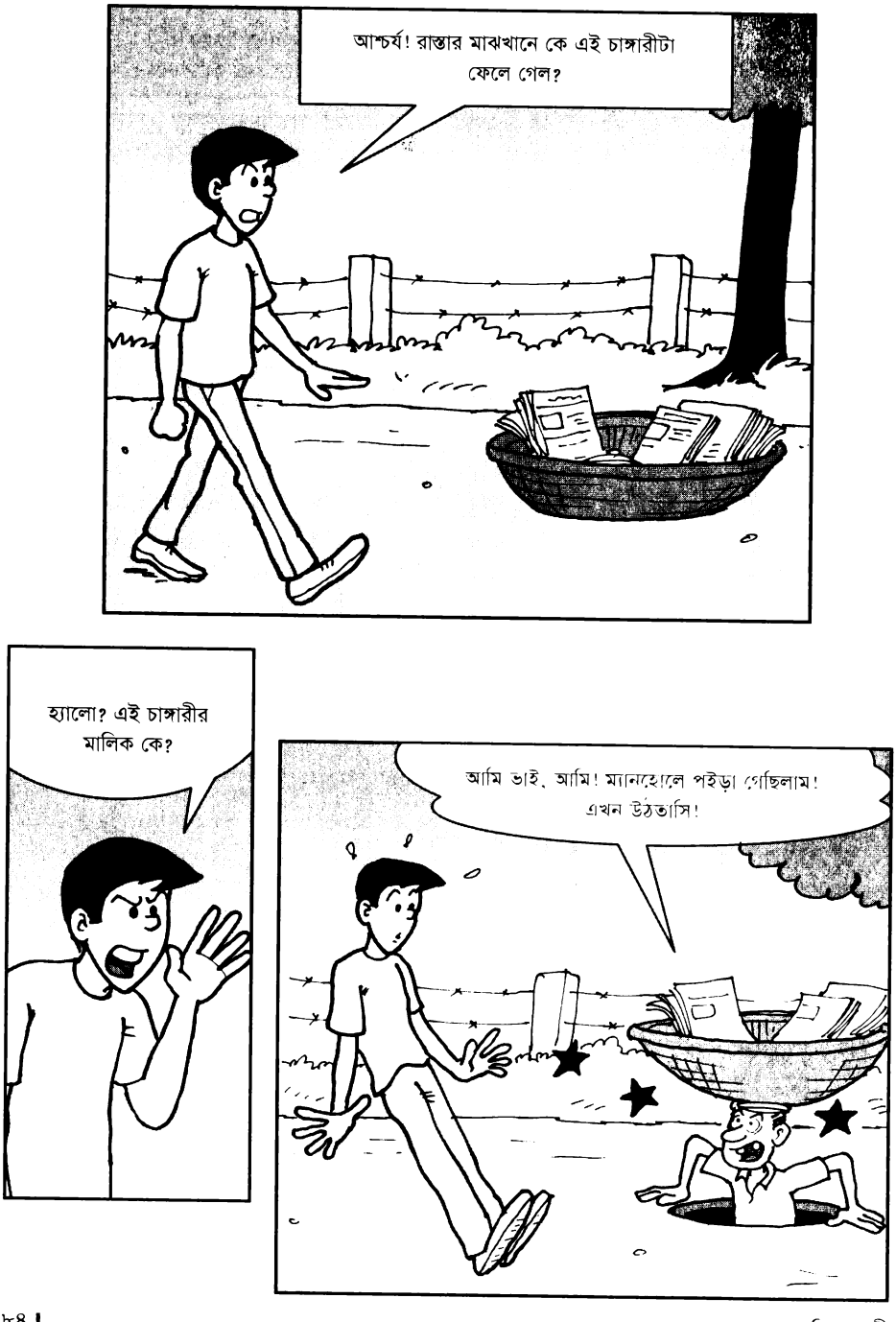
আশ্চর্য! রাস্তার মাঝখানে কে এই চাঙ্গারীটা ফেলে গেল?
হ্যালো? এই চাঙ্গারীর মালিক কে?
আমি ভাই, আমি! ম্যানহোলে পইড়া গেছিলাম! এখন উঠতাসি!

অ- খ চ চো!
আ- খিঁ চু!
হ্যা চ চো!
কেমন লাগল?
দারুণ! আপনার হাঁচির একটা অ্যালবাম আমি বের করব! নাম হাঁচি দিয়ে নাচি। ড্রামস, কী-বোর্ড আর র‍্যাপ গানের ভেতর মাঝে মাঝে থাকবে আপনার হাঁচি!

একসকিউজ মি!
বেয়াদপ ছেলে!
বাপের টাককে অবমাননা?!!
বাবা, হাতে সময় নেই!
এক্ষুণি অফিসে যেতে হবে!

তুমি চাপের মাঝে কেমন কাজ করতে পার তার একটা পরীক্ষা করতে চাই!
কোন ব্যাপার না স্যার। আমি অনেক চাপে কাজ করে অভ্যস্থ!
তাহলে আমার এ কাজটা দ্রুত করে দাও!
.... এটাই সেই 'চাপের মাঝে' কাজ?
বিল পরিশোধ
← কাউন্টার
BILL

কাগজ কলম নিয়ে কী এত ভাবছ?
গত সপ্তাহের পল্লী সফরের কথা ভাবছি!
একটু পল্লীকবি হবার চেষ্টা করছি। কয়েক লাইন লিখেছি কিন্তু কবিতাটা শেষ হচ্ছে না। শুনবে? কবিতার নাম 'বাদেকুশা'
ঢাকার অদূরে গ্রাম বাদেকুশা
ক্ষেত ভরা তার কচি শসা
লবন দিয়ে তা খেতে খাসা
পেয়ারা ঝোলে সব ডাশা ডাশা।
এত কাছের গ্রাম হায় বাদেকুশা
তবু .....
এরপর লিখতে পারছি না
লেখ: সেই গ্রামে থাকে লাখো প্রজাতির মশা..... তাই ছেড়ে এসেছি মোরা বাদেকুশা!
হা হা হা! তোরা আমার গুণের কদর করলি না। কিন্তু দ্যাখ আজ প্রথম আলো আমার দুর্দান্ত কবিতা ছেপেছে!
'বাদেকুশা' তালিব আলী।
ঢাকার অদূরে গ্রাম বাদেকুশা
ক্ষেত ভরা তার কচি শসা
লবন মরিচ দিয়ে খেতে অতি খাশা
পেয়ারা ঝুলছে গাছে ডাশা ডাশা
সাহিত্য সাময়িকি
বাবা ওরা তোমার কবিতাটা শিশুদের পাতায় ছেপেছে!
তাতে কী? বড় লেখকদের কাজ ছোটদের পাতাতেই বের হয়।

হা হা হা... আজ তোকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছি!! দুপুর বেলা প্রেম করো, না? কই তোর বয়ফ্রেণ্ড!
ভাইয়া!!!
সে কী! নীচে একটা ধাড়ি কুকুর ছাড়া কাউকে দেখছি না!
পরেরবার ঠিকই ধরব ছোড়াটাকে!
..... দেখেছ এই কুকুরের মুখোশটা কত কাজের?

দেখি কেমন ইংরেজী শিখেছিস? TRANSLATE:
দুই দিনের যোগী, ভাতকে বলে অন্ন।
যোগীর ইংরেজী YOGI, তাহলে
YOGI OF TWO DAYS,
CALLING RICE ANOTHER!
গাধা! এই অন্ন "অন্য" না।
এই অন্নের মানে হচ্ছে খাদ্য!
তার মানে যখন
বলছি 'অন্য কোথাও যাব' তার মানে দাড়াচ্ছে খাদ্য
কোথাও যাব?

মাত্র সাত দিনে দশ পাউণ্ড ওজন কমাতে ব্যবহার করুন ব্যায়ামের যন্ত্র FAT BURNER PRO. যোগাযোগ ....
শোন তালিব, এই মাত্র টিভিতে একটা যন্ত্র দেখলাম যা মাত্র সাত দিনে দশ....
না! কিনব না!
এ পর্যন্ত ৫টা অমন যন্ত্র কিনেছি যার প্রতিটাই এখন আলনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়!
HEALTH
COSTS WEALTH

বেসিক! বাঁচাও!
এখানে যুদ্ধ শুরু হয়েছে!
ঐ দেখ- এয়ারফোর্স আমার বিস্কুট
আক্রমন করছে!
টেবিলে পদাতিক বাহিনী!
আমার বিস্কুট ওদের হাত থেকে বাঁচাও।
এই যে সহজ সমাধান... গাব! গাব! গাব!

বাসায় সাহেব আছে?

সাহেবকে সালাম দিয়ে বলো আমার ৫০০ টাকা চাই। আমি সর্পরাজ সাটকু মিয়া!

স্যার কইছে আপনেরে ৫ পয়সাও দিব না। উনি কইছে উনি বেজীরাজ তালিব আলী!

আমার সুদর্শন মোরগটাকে নতুন মুরগীগুলো একদম পাত্তা দিচ্ছে না!
আয় গুটলা তোকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলি!
পঅক!
হ্যারে নেচার! তুই কী আমার 'AXE' পারফিউমটা নিয়ে গেছিস না কী? এখানে দেখছি চার দিকে গন্ধে ম ম করছে!

বেসিক আলী

এই! এই!
আম পেড়ো না!

হিঃ হিঃ চাচা.... আমটা তো পেড়েই ফেলেছি!
কী করব এখন?
যেখানকার জিনিস
সেখানে ফেরত দাও!

জ্বী চাচা, এডহেসিভ টেপ দিয়ে
আমটা গাছে আবার লাগিয়ে দিচ্ছি!
হুম! আমার সাথে ফাজলামী?

মিয়া, বললাম রং নাম্বার তবুও ব্যাটা বার বার ফোন করছিস! ব্যাটা আস্ত ছাগল! হ্যাঁ- হ্যাঁ বললাম, তুই একটা ছাগল!
আমি গরু না- তুই হচ্ছিস ছাগল! ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট! ব্যা এ এ এ! ব্যা এ এ এ!
ম্যা হ্যা হ্যা হ্যা! ম্যা হ্যা হ্যা হ্যা! ব্যা! ব্যা!
ব্যা এ এ!
ব্যা এ এ!
কোন মানুষকে রাগ করে ছাগল বলে গালি দিলে তার আসলে অপমান করা হয় না!
কেন?
ছাগল উপকারী নিরীহ প্রাণী। ছাগলের দুধ, মাংস আমরা খাই। ছাগল দারুণ পোষ মানে। ছাগলের খারাপ কী আছে? গালি যদি দিতে হয় তাহলে অপকারী কোন প্রাণীর সাথে মিলিয়ে গালি দিতে হবে।
যেমন বাঘের বাচ্চা। বাঘ মানুষ খায়। সে হিংস্র প্রাণী! জংলী!
ক্লিং ক্লিং
আবারো ফোন করেছিস? ব্যাটা বাঘের বাচ্চা!

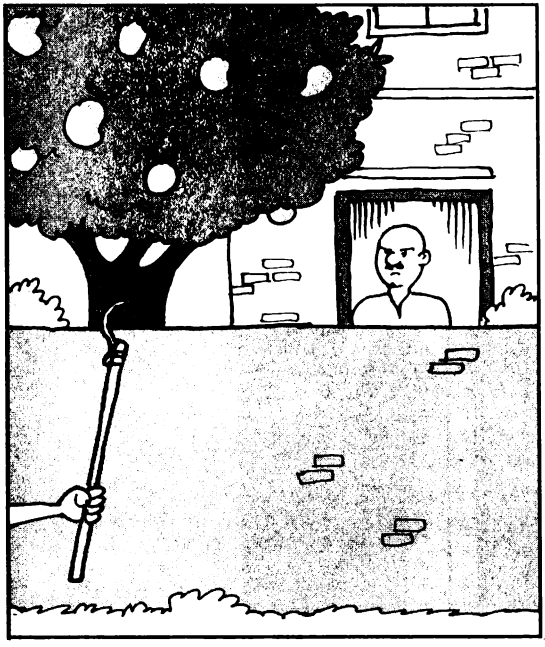

থাস
থাস

কী রে
ম্যাজিক,
আম পাড়ছিস
না কী?

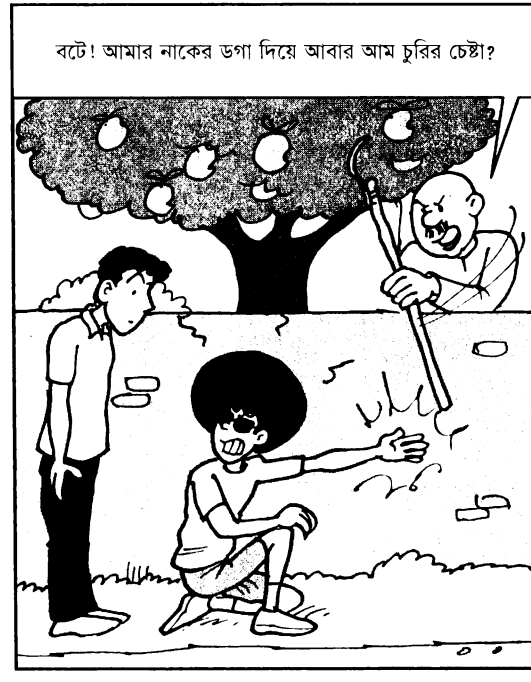
বটে! আমার নাকের ডগা দিয়ে আবার আম চুরির চেষ্টা?

ই ইশ!
DO NOT DISTURB
টক টক
হ্যাঁরে ম্যাজিক! দরজাটা খোল এবং বল তোকে কেন ডিস্টার্ব করা যাবে না?
টক টক
দরজা না খোলা পর্যন্ত তোকে ডিস্টার্ব করেই যাব!
টক টক
এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা ছিল বাবা! নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি তোমার প্রচণ্ড আগ্রহ!
!!
DO NOT DISTURB

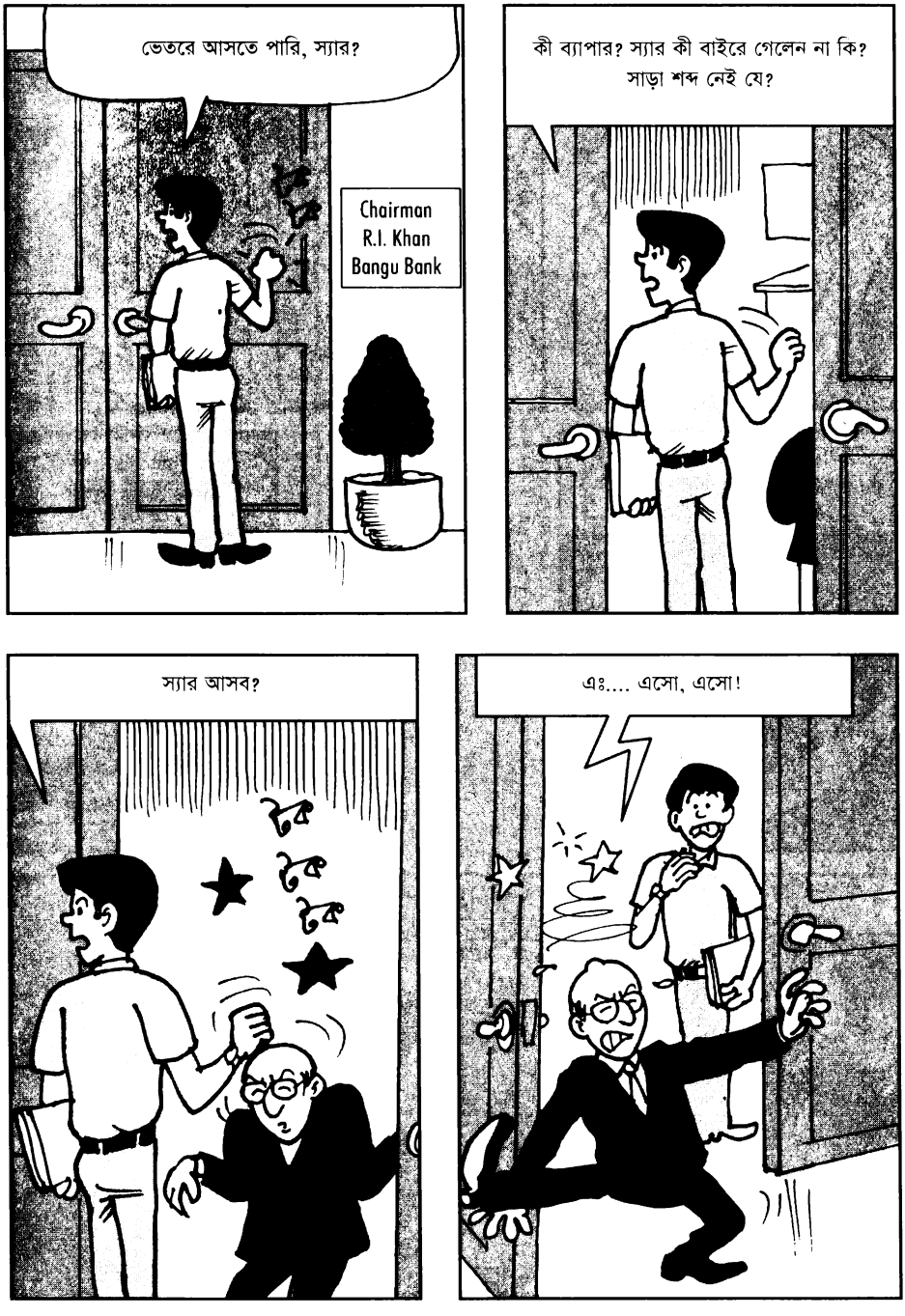
ভেতরে আসতে পারি, স্যার?
Chairman
R.I. Khan
Bangu Bank
কী ব্যাপার? স্যার কী বাইরে গেলেন না কি?
সাড়া শব্দ নেই যে?
স্যার আসব?
টক
টক
টক
এঃ.... এসো, এসো!

ও· আঙ্কল
রিয়া! রিয়া! আমাকে এক্ষুণি ফোন করো দেখি!
বাঃ!
রিং রিং
হ্যালো রিয়া?.... এ্যাঁ? না, না, এটা আখাউড়া না। রং নাম্বার। আরে বললাম তো রং নাম্বার!
রিয়া! রিয়া তুমি এক্ষুণি আমার ডেস্কে এসো!
কী খবর বেসিক? মাথা ধরেছে না কী?
!
না। আমি টেলিপ্যাথির মাধ্যমে রিয়াকে ডাকছিলাম।
ও- আসলে আমাকে ডাকছিলে না?
না-না! রিয়ার মনের লাইনটা বোধ হয় ব্যাস্ত থাকায় কল ডাইভার্ট হয়ে গিয়েছিল?

রিয়া! রিয়া! আমার টেলিপ্যাথিক ডাকে সাড়া দাও!
বুড়ুৎ৽৽৽
আমার নাকের ডগা দিয়ে তুমি রেবেকার সাথে টেলিপ্যাথিক ফষ্টিনষ্টি করছ!
পরদিন
ড. আউয়াল। আমি আপনার 'টেলিপ্যাথি শিখুন' বইয়ের একজন পাঠক।
আপনার বই পড়ে আমার প্রেমিককে মনে মনে অনেক ডেকেছি কিন্তু সাড়া পাই নি। উল্টো তার সাথে কথা বলা কমিয়ে দেয়ায় ঝগড়া হয়েছে।
আপনি তো টেলিপ্যাথের গুরু। বলুন তো আমি এখন কী ভাবছি?
আপনি মূল্য ফেরত চাচ্ছেন?
ভুল!

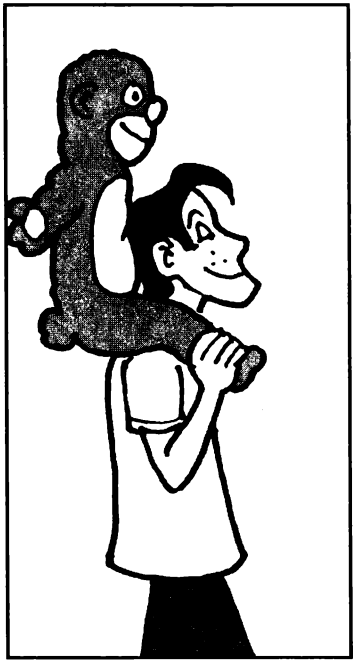

সে কি হিল্লোল? কাঁধে একটা টেডি বেয়ার নিয়ে হাঁটছিস কেন?
টেডি? আমি অপিকে নিয়ে বেড়াচ্ছি!!

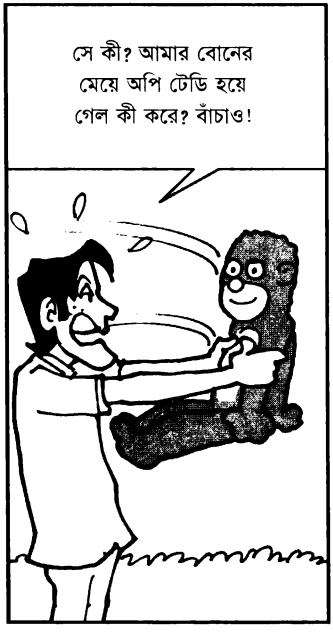
সে কী? আমার বোনের মেয়ে অপি টেডি হয়ে গেল কী করে? বাঁচাও!

এই যে মামা- তুমি আমার বদলে টেডিকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে কেন?

আট আনা? এইটা বরং আপনে লয়া যান। আপনের ছাওয়ালরে চলকেট খাওয়াইয়েন।
ভিক্ষুক হয়ে দরকষাকষি করছেন যে?

ভিক্ষুক হইতে পারি কিন্তু আমার কলিজা অনেক বড়!
হুঁ! শিগগির ডাক্তার দেখান। বড় কলিজা নিয়ে বেশিদিন বাঁচবেন না!

বাঁচাও! হে মরুসুন্দরী
আমায় একটু পানি দাও!

হে অভিযাত্রী,
এই নাও হিম শীতল কুয়ার পানি!
এই নাটকের
মানে কী?

বুঝলে না- ম্যাজিক আজ তার স্কুলের নাট্যদলে নাম লিখিয়ে
প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছে।

বুঝলি হিল্লোল, আমার জুতার দোকানটা নতুন করে সাজানর পর থেকে দেখছি কোন কাস্টমার আমার দোকানে ঢুকছে না! সাজানটা কী খারাপ হয়েছে?
তোমার দোকানটা দারুণ দেখাচ্ছে বিল্লাল চাচা!

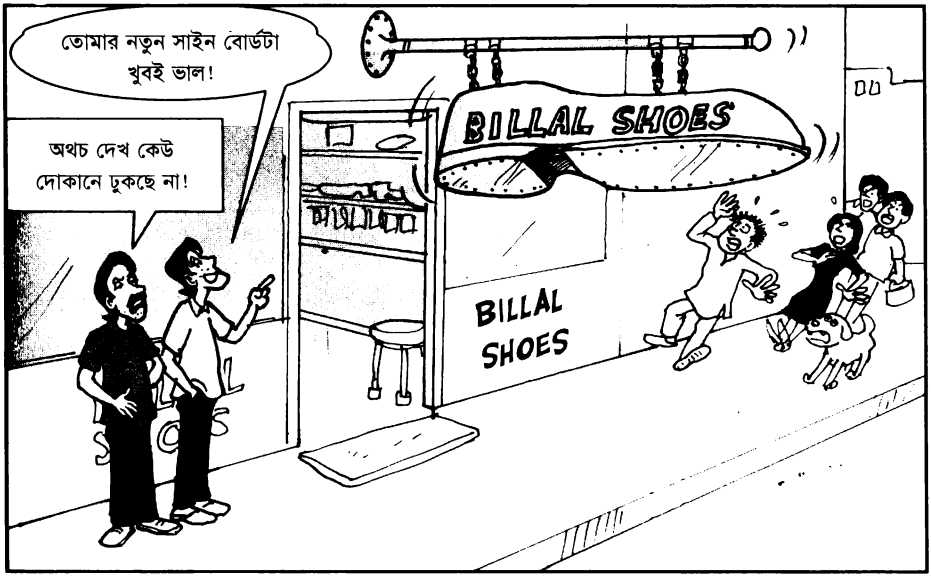
তোমার নতুন সাইন বোর্ডটা খুবই ভাল!
অথচ দেখ কেউ দোকানে ঢুকছে না!
BILLAL SHOES
BILLAL SHOES

দুইডা ভিক্ষা দিবেন?

এই সুন্দর বৃষ্টির মধ্যে ভিক্ষা?
এর চেয়ে কবিতা শোন:
নীল নবোঘনে আষাঢ় গগনে...

ভিক্ষা দিবেন না, দিয়েন না!
বাপ মা তুইলা গালি দ্যান কেন?

একটা চা দাও তো!
KEREN PUBLIC
আমি এ পাড়ায় নতুন এসেছি। আমার নাম .... এখন মনে পড়ছে না।
নিজের নাম মনে পড়ছে না মানে?
আপনার চেয়ে আমি অনেক বেশি ভুলো মন!
আমি খুবই ভুলো মন মাঝে মাঝে নিজের নাম ভুলে যাই!
না আমি!
আচ্ছা আমরা কী নিয়ে এত তর্ক করছি?
চা খাওয়া?

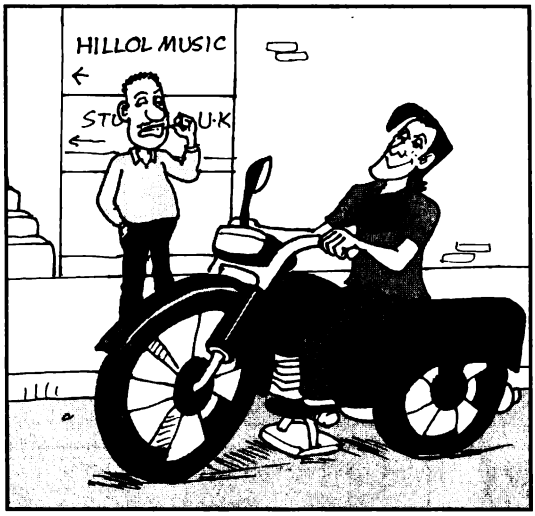
HILLOL MUSIC
STU
U.K

আশ্চর্য! এই লোক দাঁড়িয়ে থেকে আমার মোটর সাইকেলের সাথে পাল্লা দিচ্ছে কী করে? ওর কি এতই স্পীড?

ধ্যাৎ! আমি তো এখনো মোটর সাইকেলটা চালুই করিনি।

বেসিক আলী

সরররৎ!
POPCORN

সে কী! তোমার কোল্ড ড্রিংক তো শেষ। তাও টেনে যাচ্ছ যে?
এ্যাঁ?

সরি .... খেতে খেতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টেরই পাই নি!!

হে হে আজ ম্যাজিককে এটা দিয়ে....
এই ফোনডা আমি নেইগা!
আরে! ঐ মোবাইলটা ....!
এখন ম্যাজিককে বোকা বানানর জন্য আরেকটা খেলনা মোবাইল কিনতে হবে।

কী লিখেছে সে?
প্রিয় মোনালিসা, কাল দুপুরে আমরা লেচু গার্ডেনে চাইনিজ খাব। তোমাকে ভালবাসি। রাতে ফোন কোর। - ম্যাজিক। বি: দ্র: চিঠি পড়ার পর ওটা পানিতে ভিজিয়ে গিলে ফেলো!
রাতে
.... তোমার গোপন চিঠিটা গিলে খাবার পর থেকে আমি অসুস্থ...!

শোন শাহাদাৎ ঐ পুঁচকে ছোঁড়াটা কিন্তু মহা পিচ্ছিল। প্রথম সুযোগেই ওকে ঘুঁসি মেরে দিবি!
অই তর নাম ম্যাজিক?
এ্যাঁ?
আমার বন্ধু শাহাদাত তোকে নাশ করবে। সে তিন খুনের মামলার আসামী
সে একজন শীর্ষসন্ত্রাসী। ব্যাংক ডাকাতি মামলার পলাতক আসামী ... সে ....
বটে? এই সেই শাহাদাত? হাত তোল ব্যাটা!
জেল থেকা বাইর হয়া লই ব্যাটা ভাল্টুর বাচ্চা!

নেয়ামত
গ্লাস স্টোর
গরর

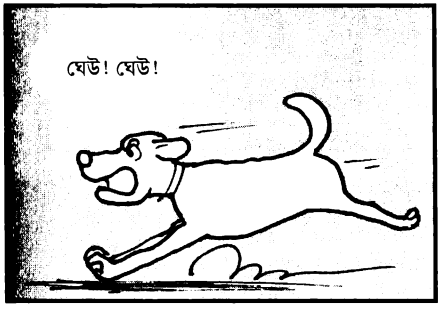
ঘেউ! ঘেউ!

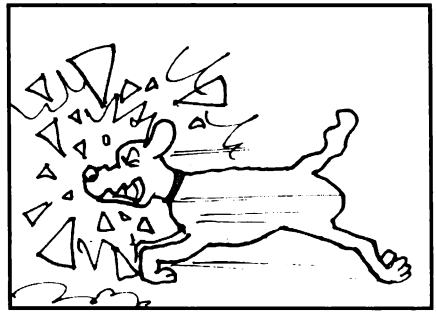

দিসি হালারে
গুড়া গুড়া কইরা....

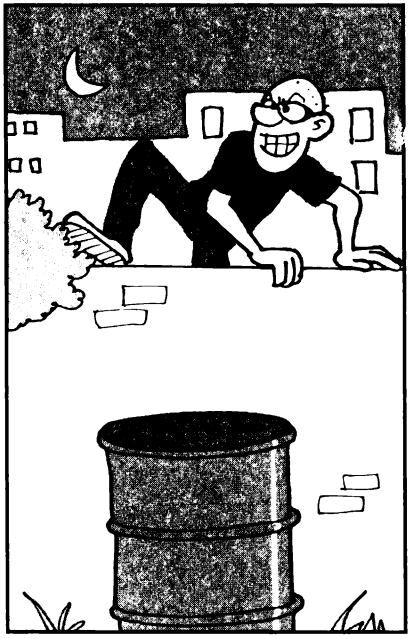

আলকাতরা? কেমন মানুষে বাসায় ড্রাম ভরা আলকাতরা রাখে?

এই বাড়ির মালিক খুবই বদ

টং টং
স্লামালাইকুম .... ইয়ে কাকে চাচ্ছেন?
এক মিনিট .... ঐ ব্রিফকেস আর সানগ্লাসটা তো আমার চাচার....
মামুন? মাথা ন্যাড়া করে তুই কী সেজেছিস?
তালিব চাচা....!
নে মামুন.. এবার এই ফাঁকা ছবির ফ্রেমটা চেহারার সামনে ধরে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়া!
আচ্ছা!
ই ই ই
এক সেকেন্ডের জন্য ভেবেছিলাম আয়নায় দেখছি যে আমার মাথাটা ছোট হয়ে গেছে!

আয়রে মন্টু তোকে দেখিয়ে বন্ধুদের চমকিয়ে দেব!
বাঃ কী কিউট!
মেয়েটা আমায় কিউট বলল!
ক্যা? ক্যাচ! ক্যাচ!
বলে কী! আমাকে বলেছে!
আমাকে!
ক্যাচ! ক্যাচ!
আমাকে!
ক্যাচ! ক্যাচ!
মন্টুকে এক বানরের খেলাওয়ালার কাছ থেকে ২০০০ টাকা দিয়ে উদ্ধার করেছি।
মন্টু কি খেলা দেখাতে পারে?
অবশ্যই। দেখাচ্ছি!

বেসিক আলী

?
বাড়ী ভাড়া দোতলায় → যোগাযোগ: ফকির মিয়া
ফকির মিয়া তোমার আবার দোতলা বাড়ি হলো কোথা থেকে?
ঐ যে আমার দোতলা বাড়ি। ভাড়া ৫০০। দুই রুম। কোনায় বাথরুম .... একদম ফেরেশ!
ভাড়া হইবে

আপনার ওই শয়তান ভাতিজা আমার গাছের আম চুরি করেছে!

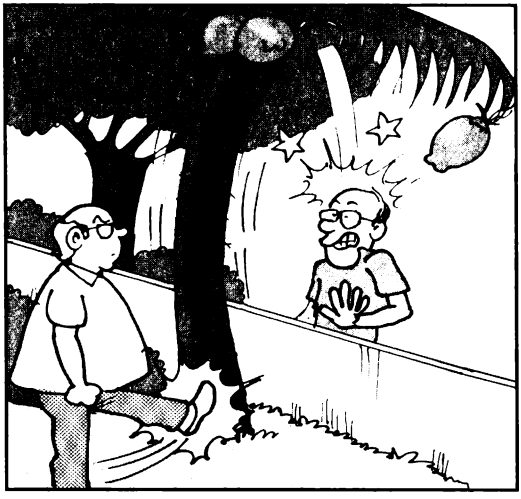

বটে? আপনি তো আমার সামনেই আমার গাছের ডাব চুরি করছেন!

আর জীবনেও এই লেকের পারে আমরা আসব না।
এটা একটা অসভ্য সমাজ!

লাইনে খাড়ান!
আরে পিচ্চি- আমারে আগে ওগো খোঁচাইতে দে!
না! আমারও অধিকার আছে!

রিয়াকে দেব বলে ৫০০০ টাকা দিয়ে এই ময়নাটা কিনেছি!
৫০০০ টাকা দিয়ে ময়না? তুমি তো বিখ্যাত কিপটা!
তোমার মতো কিপটা এত দাম দিয়ে ময়না কিনে কী আনন্দ পাবে?
দেখাচ্ছি!
ম্যাজিক একটা ফক্কর! ম্যাজিক ফক্কর! ম্যাজিক ভুয়া! ম্যাজিক আজাইরা!
তোমার জন্য আমার উপহার এই ময়না!
বেসিক রিয়াকে অনেক ভালবাসে!
কী কিউট!
আর কী শিখিয়েছ এই ময়নাটাকে?
বেসিক ভাইয়া মহা কিপটা! বেসিক ভাইয়া বড় জোচ্চর! বেসিক ভাইয়া বজ্জাত!

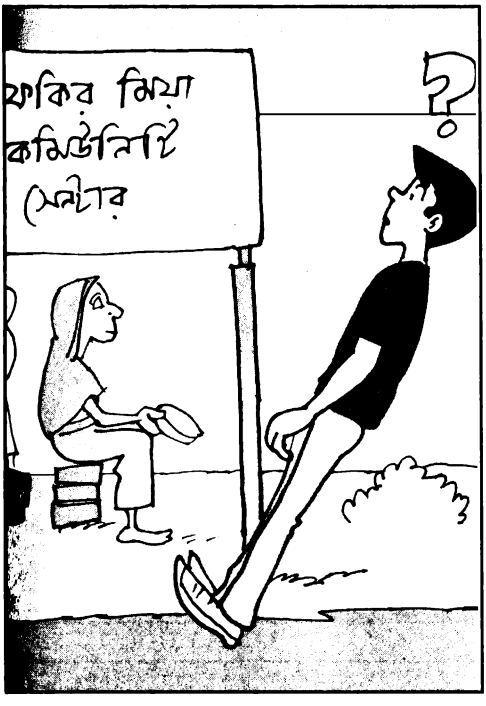
ফকির মিয়া
কমিউনিটি
সেন্টার
?

বলো কী ফকির মিয়া? তুমি আবার একটা কমিউনিটি সেন্টারও খুলছ? মানুষ খাওয়াবে কী করে?

কুত্তে
বিবাহ
হাই ফাই
কমিউনিটি
সেন্টার
ফকির মিয়া
কমিউনিটি
সেন্টার
আসেন ভাইডি আমাগো লগে দুপুরের খানা খান!

বাজে কথা! আমি মোটেও নাক ডাকি না। আমি কখনো শুনিনি তোমার ঘুমে আমি ডিস্টার্ব করছি না।
বেশ! সময় মতো প্রমাণ পাবে?
ঘ্র-ফুরর
ঘ্র- ফুরর
ঘ্র .....
ফুররররৎ!
ফুররৎৎ!
কী? বিশ্বাস হয়?

বেসিক আলী

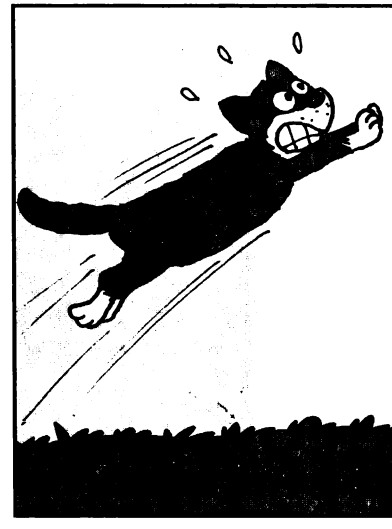

এ- কী মার্স? অমন বেয়াদপের মতন আমার সাথে রাগ দেখাচ্ছিস কেন?
গররর্!
গররর্!

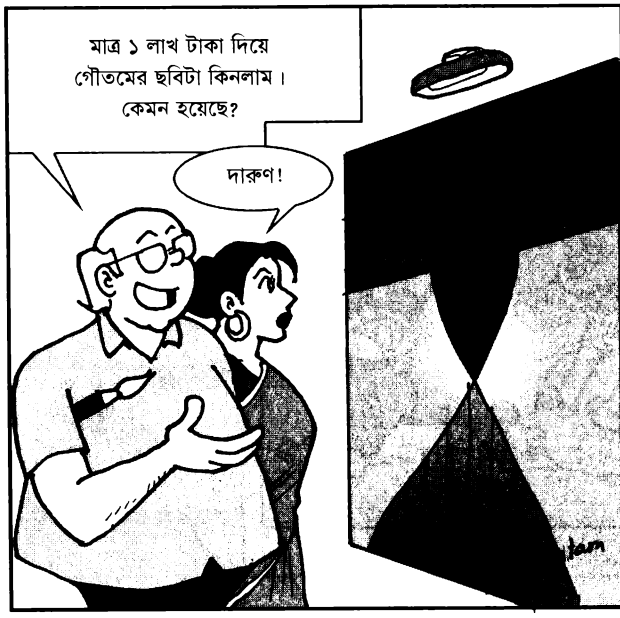
মাত্র ১ লাখ টাকা দিয়ে গৌতমের ছবিটা কিনলাম। কেমন হয়েছে?
দারুণ!

ওকি! তুমি আবার ছবিটার ওপর রং তুলি চালাচ্ছ কেন?

ওতে আমার স্বাক্ষর বসাচ্ছি!
Talib

বেসিক আলী

অই! ঐ কুত্তাডা দে!
!?
হাইজাক! হাইজাক! হাইজাক!
আমার দেশী কুকুর হাইজাক!
এ্যাঁ? এইডা দেশী কুত্তা!!
উঃ এক মিনিটের লেগা
আমার দামটা বাড়ছিল!
গদাম!

হা-হা-তোর কাছে পেন্সিল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছি। এই নে পেন্সিল!
পেন্সিল চোর! পেন্সিল চোর!
হা! হা!
পেন্সিল চোর!
!!
আরেকবার পেন্সিল চোর বলবি তো তোকে খুন করে ফেলব!

তুই কোথায়? এই মার্কেটে এত ভীড় যে এখানে দাঁড়ানো যাচ্ছে না- হাঁটাও যাচ্ছে না!

আমি গেটের সামনে। আরে ভীড় হয়েছে তো কী? আমি তো ঠিকই তোর জন্য অপেক্ষায় আছি!

লোকে আমাকে একটু গালাগালি করছে- কিন্তু আমি দিব্যি আছি!

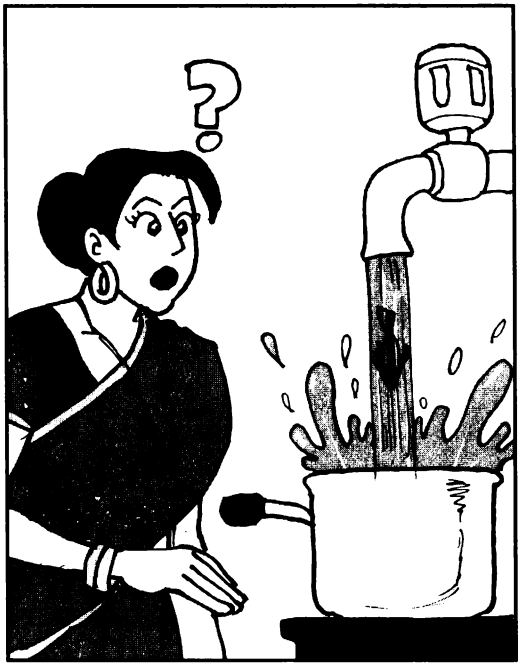
?

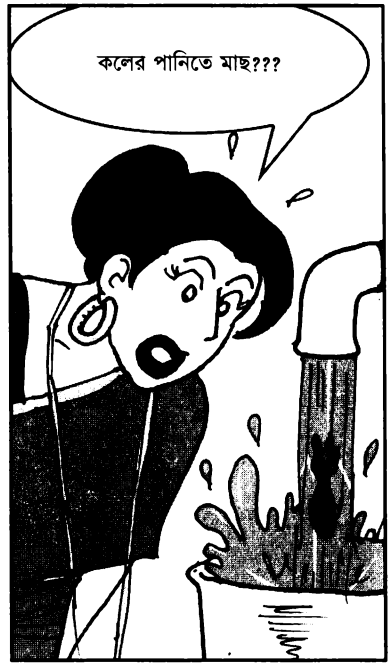
কলের পানিতে মাছ???

ম্যাজিক?!!

হি:হি: রাগ করছ কেন! টাংকিতে মাছ চাষ করলে কী হয়?
মানুষ কি পুকুরের পানি খায় না?

ভাই আপনি কোন দল?
বাদেকুশা বুকস
বিশ্বকাপের বিশেষ উপহার

আমি কোন দল সমর্থন করি তা জেনে লাভ কী?
আমরা বিশেষ উপহার দেব?

তাই? আমি গণতান্ত্রিক মুক্ত দলের সমর্থক। উপহার প্লিজ!
এ্যাঁ? ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা না?

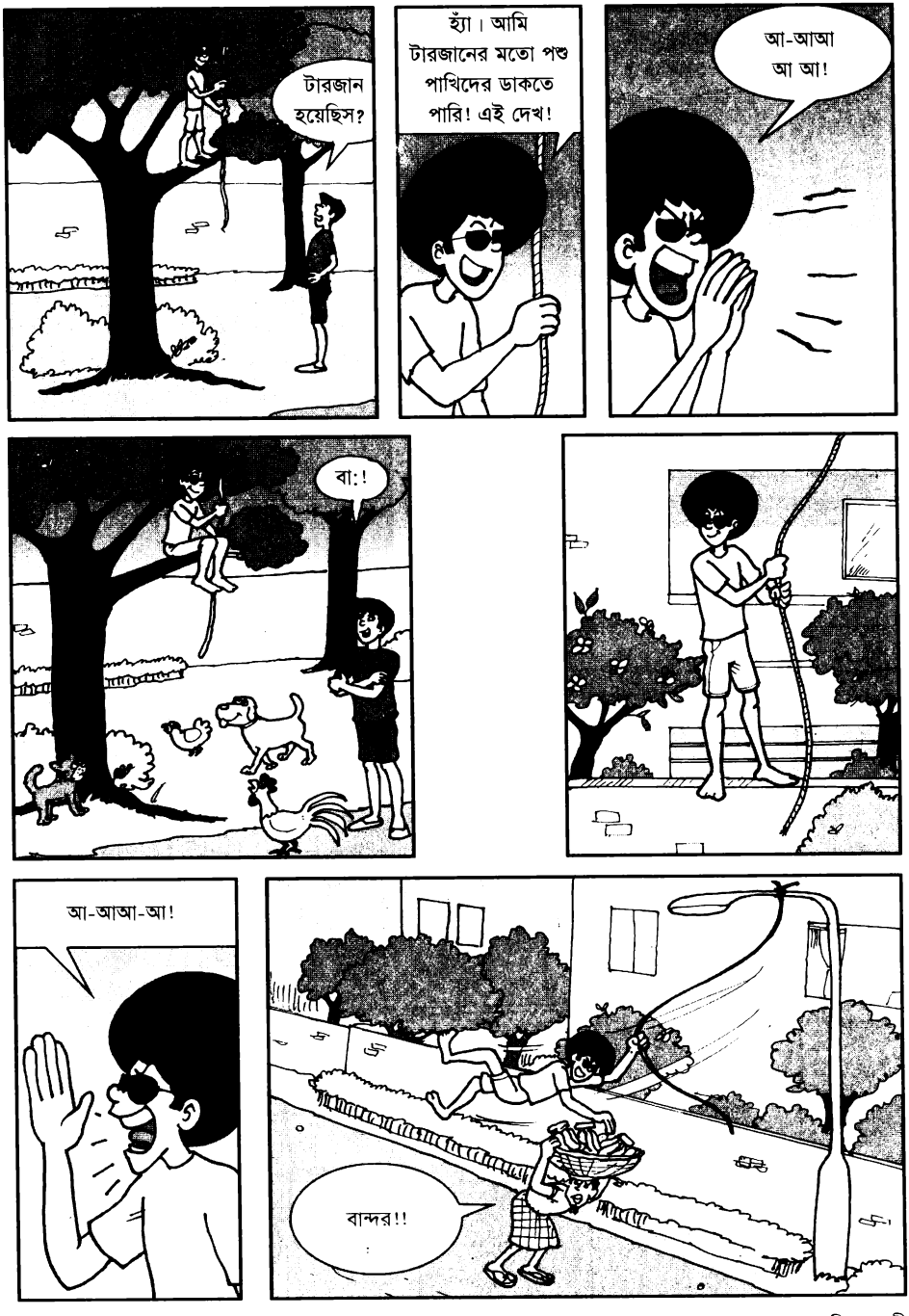
টারজান হয়েছিস?
হ্যাঁ। আমি টারজানের মতো পশু পাখিদের ডাকতে পারি! এই দেখ!
আ-আআ আ আ!
বা:!
আ-আআ-আ!
বান্দর!!

ব্রাজিল!
ব্রাজিল!

আর্জেন্টিনা!
আর্জেন্টিনা!

ব্রাজিল!

আর্জেন্টিনা!

উঃ বাসায় যাই!
বেশি ফুটবল দেখে আমি অসুস্থ বোধ করছি!

দেখলি ভাইয়া-
মেসি কী দুর্দান্ত পাসটা দিল?
হা হা!
কাকা কেমন বলটা কেড়ে নিল!
আর্জেন্টিনা জিতলে
পিৎজা খাওয়াব!
ব্রাজিল জিতলে বিরিয়ানী।
শান্ত হও.... এটা শুধু একটা
কম্পিউটার গেম যেখানে আমি
ব্রাজিল- আর্জেন্টিনা খেলছি!

হ্যাপি বার্থ ডে রিয়া!
আমার জন্য এত বড় কেক?
CAKES
হ্যাঁ। তুমি তো মনে করো আমি কিপটা। তোমার এই ধারনা কে ভুল প্রমাণ করতে চাই!
?

তোমার বার্থ ডে তে ভাল কোন উপহার দেই নি বলে রাগ করো না। এই নাও আমার মানি ব্যাগ। এতে যা টাকা আছে তা দিয়ে তুমি ইচ্ছে মতো কিছু কেনো?
এতে কিছু কাগজ ছাড়া কিছুই দেখছি না।
সেক্ষেত্রে বরং কাল আমি...
দাঁড়াও! মানিব্যাগের গোপন কুঠুরিতে দুই হাজার টাকা লুকানো ছিল!
তোমাকে দুর্দান্ত বিশ্ব সুন্দরীর মতো লাগছে। ক্যাটরিনা তোমায় দেখে হাত কামড়াবে।
না। আমি জানতে চাইছি কানের দুলগুলো কেমন লাগছে? তোমার উপহারের টাকায় কিনেছি।
তোমার উচিত সাথে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস রাখা যাতে আমার মত কানারা তোমার দুল দেখতে পায়।
বেসিক!

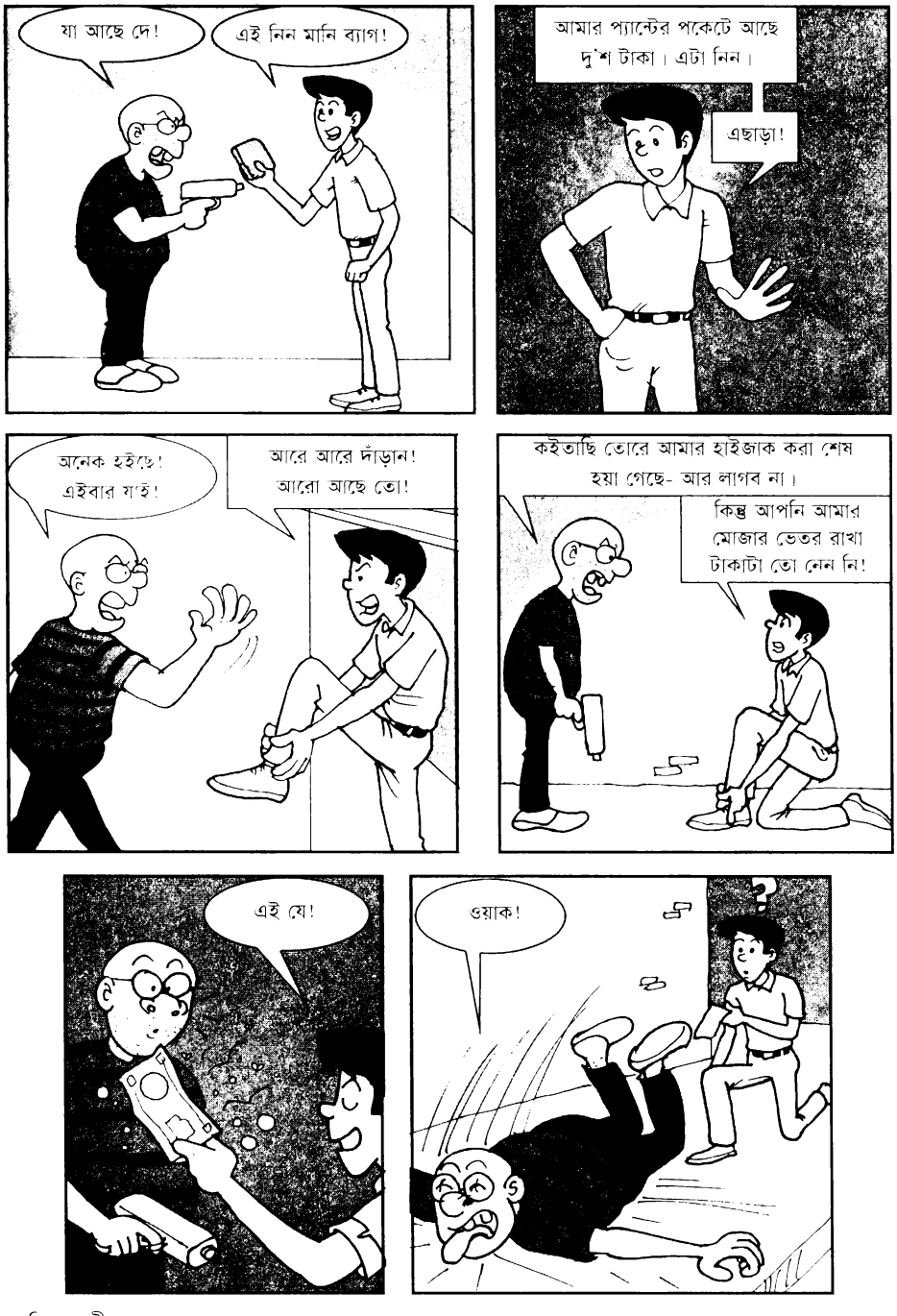
যা আছে দে!
এই নিন মানি ব্যাগ!
আমার প্যান্টের পকেটে আছে দু'শ টাকা। এটা নিন।
এছাড়া!
অনেক হইছে! এইবার যা'ই!
আরে আরে দাঁড়ান! আরো আছে তো!
কইতাছি তোরে আমার হাইজাক করা শেষ হয়া গেছে- আর লাগব না।
কিন্তু আপনি আমার মোজার ভেতর রাখা টাকাটা তো নেন নি!
এই যে!
ওয়াক!

কী ব্যাপার বেসিক– একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?

এক মিনিট, তুমি নড়াচড়া কর না!

তোমার দুলটা আয়না হিসেবে ব্যবহার করছি বলে কিছু মনে কর না!

কিরে মামুন, ঘুড়ি ওড়াতে পারলি না এখনো?
হু! বাতাস নেই ঘুড়ি উড়ছে না!
এক সেকেণ্ড! তোর ঘুড়িকে ওড়ানোর ব্যবস্থা করছি!
উড়বে না মানে!! ঘুড়ির বাপ উড়িয়ে দিচ্ছি!
নাটাই নিয়ে রেডি থাক মামুন। তোর ঘুড়ি এখনি সাঁই করে উড়ে যাবে!
বাহ্!

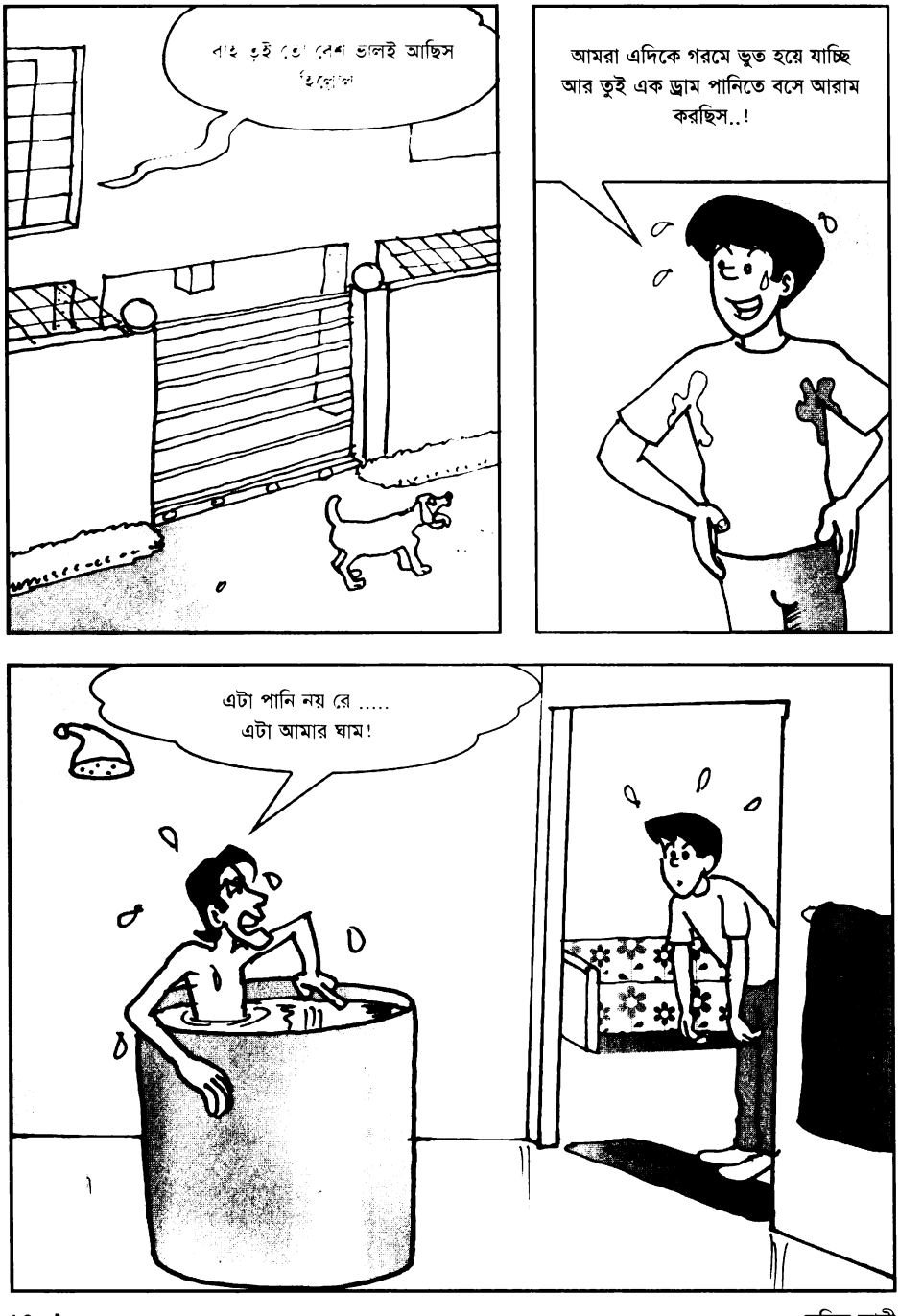
বাহ তুই তো বেশ ভালই আছিস
আমরা এদিকে গরমে ভুত হয়ে যাচ্ছি আর তুই এক ড্রাম পানিতে বসে আরাম করছিস..!
এটা পানি নয় রে .....
এটা আমার ঘাম!

কী ব্যাপার? তোমার বন্ধু হিল্লোলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য ফাড়িনাকে নিয়ে এলাম। অথচ তার খবর নেই কেন?
ওর এতক্ষণে চলে আসার কথা। তবে কিনা হিল্লোল মেয়েদের ভয় পায়। খুব লাজুক আর একটু বেআক্কেল!
আমি মোটেও বেআক্কেল নই!
ফাড়িনা এ হচ্ছে আমার বন্ধু হিল্লোল। ও ব্যবসা করে। হিল্লোল ও হচ্ছে রিয়ার বান্ধবী ফাড়িনা। ফ্যাশন ডিজাইনার!!!
আপনার কথা অনেক শুনেছি। সবাই বলে যে আপনি খুব মজার লোক!
কী? আমি মজার লোক? কে বলে এসব মিথ্যে কথা-এ্যাঁ?
চুপাক!

তো হিল্লোল ভাই, আপনি কী ধরনের গানের সিডি প্রকাশ করেন? রক? হিট গানের সিডি আছে?
হ্যাঁ- হ্যাঁ!
আমার প্রকাশিত বেশ ক'টা সিডি সুপার হিট... ওসবের নাম সবার মুখে মুখে...!
তাই? নাম কী?
এ্যাঁ? এই বেসিক, জলদি আমার কটা সুপার হিট সিডির নাম বল তো!
অনেক পানি খেয়েছিস হিল্লোল। এবার আইসক্রিমটা খা!
এ্যাঁ?
বারবার পিপাসা লাগছে। আইসক্রিমটা বরং একটু পরে খাই!
?!!
হিল্লোল! ওটা পানির গ্লাস ছিল না!

বেসিক আলী

তো হিল্লোল ভাই, আপনার সাথে গল্প করে ভাল লাগল। আজ আসি। পরে দেখা হবে।
জ্বী-জ্বী। আসুন আপনাকে এগিয়ে দেই।

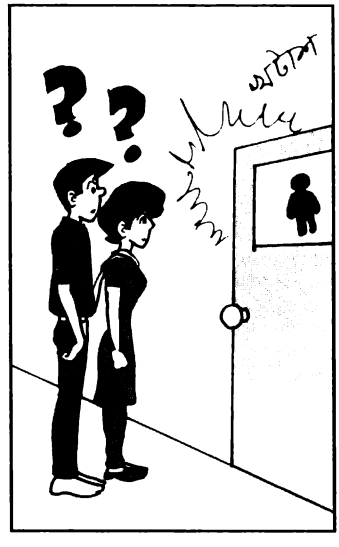
??
এটাশ

সরি। খেয়াল করিনি যে এটা বাথরুম বাইরে যাবার দরজা নয়।

হাসছ কেন?
কিছুদিন আগেও তুমি বলেছ আমার সাথে চাইনিজ খাবে না- কারণ তুমি আমার সাথে প্রেম করছ না। আজ যে চাইনিজ খাচ্ছ?
এর মানে কী এই যে তুমি 'অবশেষে' আমার সাথে 'প্রেম' করছ?
না! খেয়াল করে দেখ আমার খাবার গুলো সব থাই ফুড চাইনিজ নয়!
!!!
সারপ্রাইজ!
?!
এই ছেলে- তুমি কে? কাকে চাও?
ধ্যাৎ! এটা তো ম্যাজিকদের বাসা নয়! আমি ভুল বিল্ডিং এ এসে পড়েছি। সরি!
?
!!
A4

বুঝলে ইলাস্টিকের দড়ি দিয়ে এই ব্যায়ামটা করা খুবই আরামদায়ক।
এভাবে ব্যায়াম করে তোমার কী লাভ হচ্ছে?
হ্যাঁ?
আরে গাধা, ব্যায়াম তো আমি করছি না। তোদেরকে করাচ্ছি!

আমার নতুন ক্যামকর্ডারে ধারণ করা ডকুমেন্টারী "THE ALI HOUSE" দেখো।
ঐ যে বেসিক পোর্চে গাড়ি ধুচ্ছে। ঐ যে গাড়ির পানি ..... তারপর আকাশ!
?
ঐ যে বেসিক আমাকে মাটি থেকে টেনে তুলছে।
!
আমার বানানো ডকুমেন্টারীতে ফুলমতি বুয়ার ভিডিও করেছি। দেখো বুয়া পানি খাচ্ছে।
দুই মিনিট পার হয়ে গেছে বুয়া এখনো পানি খাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
সাত মিনিট। বুয়ার এক দফা চোখের পলক পড়েছে...

আমার বানানো ভিডিও "ALI HOUSE" এ এবার দেখা যাচ্ছে তোমাকে। গরুর মাংস ভুনা রান্না করছ।

তোমার রান্নার ক্লোজআপ!

খবদ্দার তালিব-ভিডিওর সুযোগে গরুর মাংস হাতাবে না!
চটাস!

ফুলমতি বুয়া?
তুমি গরম লাগাকে কী বলো?
এ্যাঁ?
ফাপড় ছুইটছে!
শীত লাগছে?
জার ধইরছে!
কম্পিউটার?
কমপিলিঠ!
ইন্টারনেট?
ইন্টারিং!
এই যে ম্যাডেস্ট- তোমার জন্য
একটা ডিকশনারী বানিয়েছি 'বুয়া
টু বাংলা' ডিকশনারী!

বেসিক আলী

বেসিক বুয়াকে তার টেবিল গোছাতে নিষেধ করেছে। কিন্তু আমি ওর টেবিল অগোছালো থাকা সহ্য করতে পারি না।
হি.হি.... ও যখন অফিস যায়, আমি ঠিকই গোপনে ওর টেবিল সাফ করি....! ধরতে পারলে নাকি সে যুদ্ধ লাগাবে!
?
ক্রিং ক্রিং
হ্যালো ম্যাডেস্ট ধরা পরে গেছ। আমি অফিস থেকে ওয়েব ক্যামে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি .....!!

আমি ওয়েব ক্যাম ব্যবহার করে অফিসে বসে দেখতে পাই আমার ঘরে কে অবৈধভাবে ঢুকছে!
যেমন একটু আগে মাকে গ্রেপ্তার করেছি। কিন্তু এখন বাসায় সবাই জেনে গেছে আমার ওয়েব ক্যামের কথা!
ম্যাজিক কী কখনো ক্লান্ত হয় না?
ওকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করছি!
কতক্ষণ আমার ধৈর্য থাকে সেটাই আমার প্রশ্ন!
আমার অবর্তমানে আমার পড়ার টেবিল যে গুছিয়েছে তাকে পেলে খুন করব!
খেতে আয়!
আর আমার কম্পিউটারে বসে যে FREE CELL খেলেছে তাকেও খুন করব!
খেতে আয়!
আমার হেয়ার জেল যে শেষ করেছে তাকেও খুন করব!
খেতে আয়!
ইদানিং বাসায় থাকতে ভয় লাগে। আমাদের মাঝে একজন স্বঘোষিত খুনী আছে ...!

বেসিক আলী

এ এ এ এ!
না বৃষ্টি! হলো না। ভাল করে খেয়াল করো। সা আ আ
ভ্যা এ এ এ এ!
বাঃ এই তো বেশ মিলে গেছে। এবার এই স্বরে কাঁদো রে এ এ এ এ এ এ এ!
ভ্যা এ এ এ এ!
চাবি, চাবি! তালা চাবি!
এই যে, আপনি কি সব ধরনের তালার চাবি বানাতে পারেন?
হ!
একজনের মনের তালা খোলার জন্য চাবি চাই। বানিয়ে দিতে পারবেন?
?
মনের তালা খুলতে চাবি লাগব না এই ইটাটা লয়া অর মাথায় মারেন। মন খুইল্লা যাইব! যত্তসব!

দোস্ত এই দশ টাকার নোটে এক অসম্পূর্ণ মহা কাব্য আমাকে উৎকণ্ঠিত করেছে পড়ে দেখ!

মনে পরে মিতা চাইনিজে বসে প্রস্তাব করেছিলাম চলো পালিয়ে যাই? তুমি বললে- পালিয়ে খাব কী?

বললাম- প্রয়োজনে খাব ঘাস! আমায় গরু বলে সেই যে চলে গেলে (এর পরের অংশ পরবর্তী ১০ টাকার নোটে পাবেন)
আমি এখন পরের নোটটা খুঁজছি!

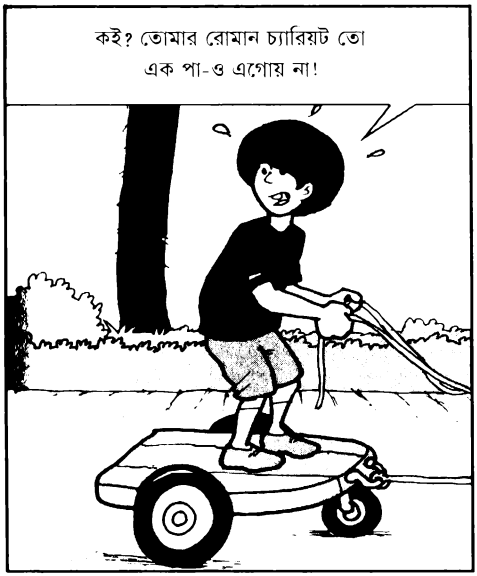
কই? তোমার রোমান চ্যারিয়ট তো এক পা-ও এগোয় না!

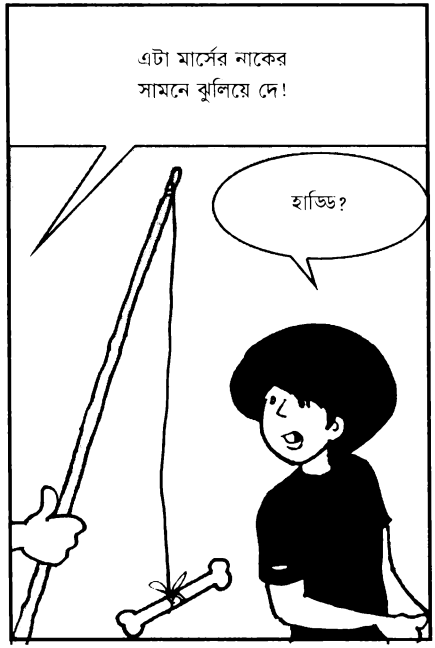
এটা মার্সের নাকের সামনে ঝুলিয়ে দে!
হাড্ডি?

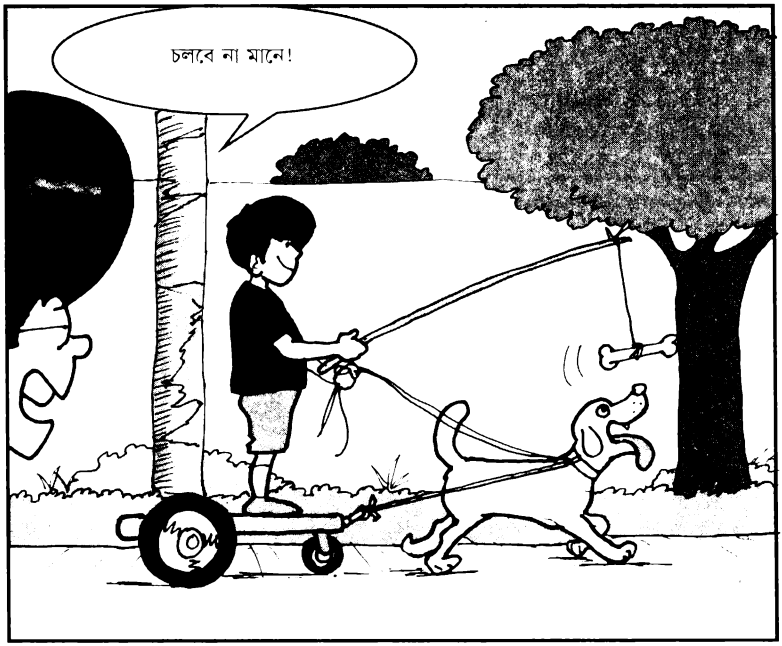
চলবে না মানে!

অই ভুই ভাই!
এই ফেরীওয়ালা! তুমি কী বিক্রি করছ?
ভুই ভাই!
এ্যাঁ? কী বলছ? বুঝি না তো!
ভুই ভাই! ভুই ভাই! ভুই ভাই!
ও রুই মাছ? সেটা স্পষ্ট করে বলছ না কেন?
ভুই ভুই ভ্যাক ভুই ভ্যাগর
স্পষ্টই তো বলি! আপনি বোঝেন না কেন?
ভ্যাগর ভ্যাগর ভুই-ভাই.... ভ্যাক্কেরে ভাজা!
কত দাম রুই মাছের?
ভুই ভাজার ভ্যাকা! ভ্যাক ভ্যাম!
?
পটাং!
এই ব্যাটা! মুখের পান ফেলে দিয়ে দর দাম বল- না হয় মারব এক চাঁটি!

বেসিক আলী

বলো তো চশমায় প্লাস পাওয়ার আর মাইনাস পাওয়ার দেয় কী জন্য?
তুই যদি চোখে কম দেখিস তাহলে প্লাস পাওয়ার দিয়ে যেগুলো দেখতে পাচ্ছিস না তা দেখার ব্যবস্থা করা হয়।
আর প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বেশি দেখতে পেলে মাইনাস পাওয়ার দিয়ে তোকে কম দেখানো হয়।
অ ....
নিউজিল্যাণ্ডের নরখাদকরা কি সব মানুষদের ধরে খেত?
যদ্দুর জানি নরখাদকরা সবাইকেই খেত। তবে আমার মত জোকার টাইপের মানুষ ওরা খেতে চাইত না।
কেন?
জোকারদের নাকি খেতে হাস্যকর লাগে।
অ!

হিল্লোইল্লা!

তোকে গতকাল যে চিঠিটা পোস্ট করতে দিয়েছিলাম-
সেটা করিস নি কেন- বেয়াদপ ছেলে?

এক থাপ্পড়ে তোর বাপের
নাম ভুলিয়ে দেবো!

মা? বাবার নামটা বলো দেখি।
ওনার বকা খেয়ে সব ভুলে গেছি!

ভাইয়া আমার ব্যাগটা দেবে? স্কুলে যেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে!
দিচ্ছি!
ব্যাগটা এত বেশি ভারী লাগছে কেন? ভাইয়া কি কোন শয়তানী করল না কি?
ইট! ভাইয়া ৫টা ইট ঢুকিয়ে দিয়েছে! ভাইয়া!!! যুদ্ধ হবে!
হাই!
আঃ
ম্যাজিক!!!
বেসিক আলী প্যান্টে তালি ডিম পারে হালি হালি!

থাম!
সবাই হাত তোল!
BANGU BANK LT
ক্যাশিয়ার টাকা বের কর!
সিকিউরিটি?!! পেছনের এই ডাকাইতটারে বাইর কইরা দে! কত্তবড় সাহস....
আমার কাজে বাধা!
?

এই ব্যাডা তুই ব্যাংক ডাকাতি করার কে? আমি আগে আইসি!
মগের মুল্লুক? আমি ডাকাতি করুম। তুই ভাগ!
ভাগ!
তুই ভাগ!
ঠাস!
সবাই হাত তোল! ক্যাশিয়ার টাকা দাও!
ঠাস!
সে কী! চোখে আঁধার দেখছি কেন! উঃ!

শয়তানের বাচ্চা মিনিবাস!
রাস্তা কি তোর বাপের?

দেখো! দেখো ঐ বদমাশটা কিভাবে
মোটর সাইকেলটা টান দিলো!

তুমি দেখি সবসময় মিনিবাস
আর মোটর সাইকেল
ওয়ালাদের গালি দাও! কেন?

কারণ মিনিবাসওয়ালারা আমাকে মারতে
চায় আর মোটর সাইকেলওয়ালারা আমার
হাতে মরতে চায়!

বয়স
১৫+

বেসিক আলী

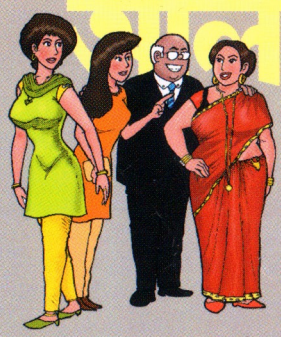

www.panjeree.com

আলী পরিবারের উদ্ভট উপাখ্যান

ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী বেসিক আলী। খাওয়া আর ঘুম- এই নিয়েই দিন কেটে যাচ্ছিল তার। বাবা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তালিব আলী কায়দা করে তাকে ব্যাংকের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। অফিস কলিগ রিয়া হকের সঙ্গে গড়ে উঠল নতুন এক সম্পর্ক। বেসিকের ছোটবোন মেডিকেল কলেজের ছাত্রী নেচার আর ছোট ভাই স্কুল ছাত্র ম্যাজিক খবরটা তুলে দিল বাবা-মায়ের কানে। কিন্তু বেসিকের ঘুম কাতুরে স্বভাব অফিসে গিয়েও কাটে না। আত্মভোলা বন্ধু হিল্লোলের পেছনে লাগাও তার আরেকটা স্বভাব। বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে উদ্ভট কার্যকলাপ আর বাইরে রিয়ার মজাদার সঙ্গ এই নিয়ে কেটে যায় বেসিকের দিনকাল।

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

9789846340013